Contents

চতুর্দশ বর্ষ

১১শ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

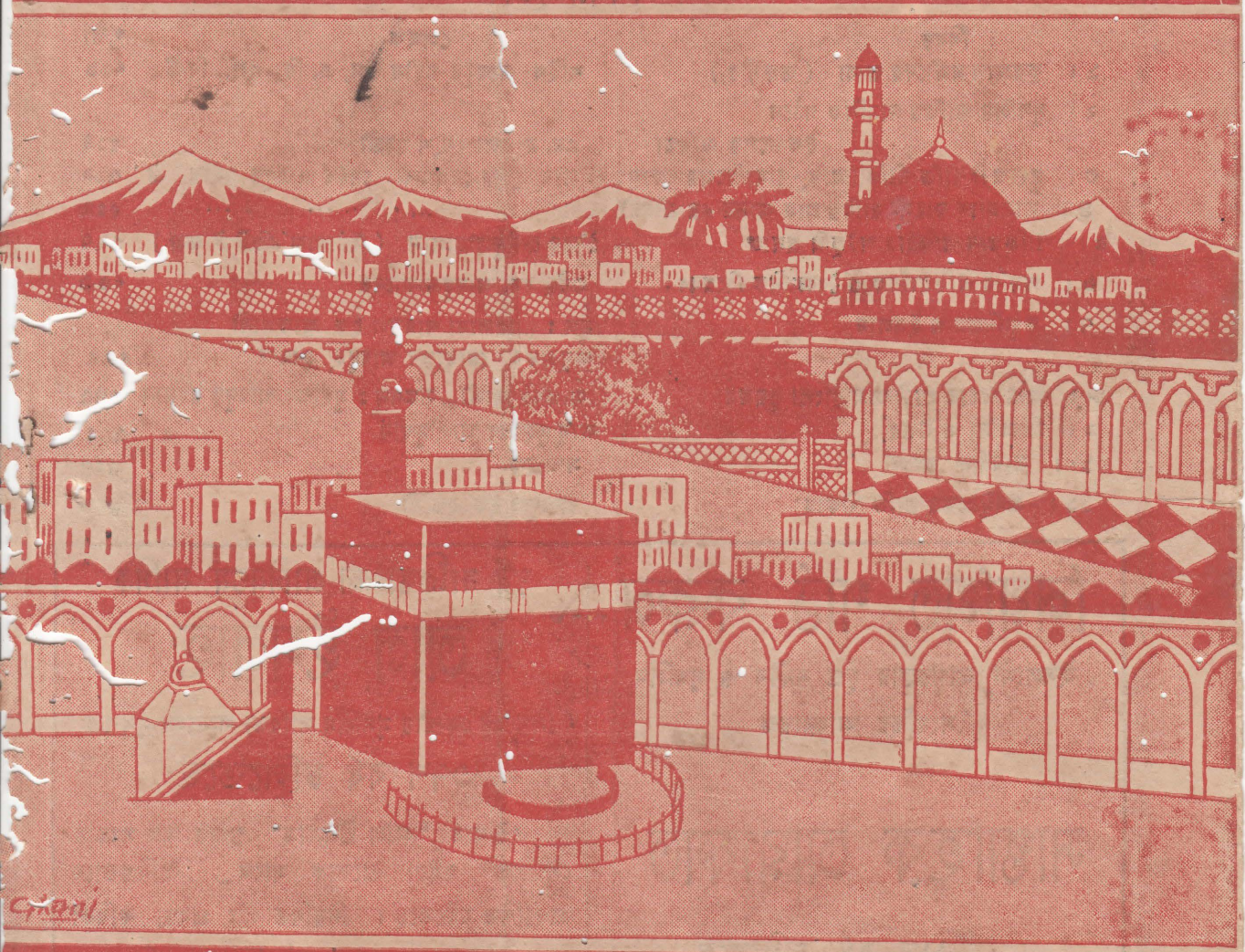

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৭৫ বাং | জুন-জুলাই—১৯৬৮ ইং

রবিউস সানি—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৫১১
২।	মুসলিম জাতির মানসিক গঠনে ইকবালের কবিতা	এম, মাওলা বখ্‌শ নদভী	৫১৭
৩।	মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্‌-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী শেখ আবদুর রহীম ঐ	৫১৯
৪।	সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনী	... ...	৫৫২
৫।	পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রসঙ্গ	সৈয়দ শরীদুল হাসান (রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ)	৫২৭
৬।	পর্দার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	৫৩৩
৭।	কম্যুনিজম ও ইসলাম	মূল: মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ: মোহাম্মদ আবদুহু ছামাদ	৫৩২
৮।	আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	আকবর আলী সঙ্কলন: মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৫৭৫
৯।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৫৫০
১০।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৫৫৭
১১।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৫৫৯

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক: মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা: ৬'৫০ ষান্মাষিক: ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার: সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	আষাঢ়, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; রবিউস সানি, ১৩৮৮ হিঃ জুন-জুলাই, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	একাদশ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة اللهب —সূরাহ্ আল্-লাহাব

এই সূরাহ্ এর প্রথম আয়াতে 'আল্-লাহাব' শব্দটি থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

নাযিল হওয়ার প্রাসঙ্গিক ঘটনা—এই সূরাহ্ নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয় তাহা সাহীহ্ বুখারীর ৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

www.ahlehadeethbd.org

"আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দিগকে সতর্ক কর" (সূরাহ্ ২৬ আশ-শু'আরা' ঃ ২১৪) আয়াৎটি নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার নিকটতম আত্মীয়দিগকে ইসলামের দিকে প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাইবার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হন এবং মাক্কার নিকটে অবস্থিত 'সাফা' নামক পাহাড়টির উপর আরোহণ করেন। অনন্তর তিনি 'য়া সবাহাহ্', 'য়া সবাহাহ্' ('ওহুরে প্রাতঃকালীন বিপদ', 'ওহুরে প্রাতঃকালীন বিপদ'।) বলিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে থাকেন। তাহাতে কুরাইশদের অনেকেই তাঁহার নিকটে সমবেত হন। তখন তিনি বলেন, "আমি যদি আপনাদিগকে বলি যে, এই পাহাড়ের পশ্চাতে উহার পাদদেশে একদল অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য আপনাদিগকে ভোর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত ও উদ্যত হইয়া রহিয়াছে তাহা হইলে আপনারা কি আমার এই কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন" ? তাঁহারা বলেন, "হাঁ ; উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইব। কারণ, আমরা আপনাকে কখনও মিথ্যা বলিতে শুনি নাই"। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "তবে শুনুন, আপনারা যে কঠোর শাস্তির সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন সেই শাস্তি ও আযাব সম্পর্কে আমি আপনাদের নিকট সতর্ককারী রূপে আগমন করিয়াছি"। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আবূ লাহাব বলিয়া উঠে, "তুমি ধ্বংস হও ! এইজন্যই কি তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে ?" তখন এই সূরাহ্ নাযিল হয়।

সাহীহ মুসলিমে ১।১১৪ পৃষ্ঠায় এই বিবরণে আরো বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ঐ সময়ে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন বংশকে এমন কি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নাম ধরিয়া ডাক দেন। যথা তিনি বলেন, 'ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর', 'ওহে হাশিমের বংশধর', 'ওহে আবদু শামসের বংশধর' 'ওহে অমুকের বংশধর', 'ওহে অমুকের বংশধর', 'ওহে আব্বাস ইব্‌ন মুত্তালিব', 'ওহে সাফীয়াহ্ বিন্‌ত মুত্তালিব' ইত্যাদি।

সাহীহ মুসলিমের ১।১১৪ পৃষ্ঠার ১নং হাশিয়াতে ইব্‌ন ইস্‌হাক তাবারী ও বায়হাকীর বরাত দিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ ডাকে প্রায় চল্লিশ জন কুরাইশ সাফা পাহাড়ে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চারি জন চাচা আবূ তালিব, হাম্‌যাহ্, আব্বাস ও আবূ লাহাব ছিলেন।

তাফসীর খাযিনে আবূ লাহাব সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, আবূ লাহাব উল্লিখিত কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রস্তরখণ্ড উঠাইয়া লইয়া উহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর দিকে ছুঁড়িয়া মারে এবং উহার আঘাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর গোড়ালী যখম হইয়া রক্ত ঝরিতে থাকে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ •

১। আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হইল এবং সেও ধ্বংস হইল।১

১। تَبَّ ও تَبَّتْ (তাব্‌বাৎ ও তাব্‌বা) এর পাঁচ প্রকার তাৎপর্য তাফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে তিনটি তাৎপর্য সঙ্গত বোধে উল্লেখ করা হইল। মূলে যে তরজমা করা হইয়াছে তাহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাৎপর্য এই যে, আবূ লাহাব তাহার হাত দিয়া রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করায় তাহার হাত দুইটি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং সে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সম্পর্কে বলিয়াছিল 'তুমি ধ্বংস হও' কাজেই সেও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এই কারণে এই আয়াতের এই তাৎপর্যই সর্বাধিক যুক্তি-সঙ্গত—'আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হইল এবং সেও ধ্বংস হইল।' আবূ লাহাবের পরিণাম এবং তাহার মৃত্যুর বিবরণও এই তাৎপর্যের পক্ষে রহিয়াছে।

আবূ লাহাবের ধ্বংস হওয়ার বিবরণ—বদর যুদ্ধের কিছু কাল পরে আবূ লাহাব ধ্বংস হয়। সে নিজে বদর যুদ্ধে যোগদান করে নাই; কিন্তু তাহার শ্যালক আবূ সুফ্য়ান বদর যুদ্ধে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। অনন্তর, আবূ সুফ্য়ান বদর যুদ্ধশেষে মাক্কা ফিরিয়া গিয়া তাহাদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা আবূ লাহাবকে জানাইলে আবূ লাহাব যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও রোষান্বিত হয়। ইহার কয়েক দিন পরেই আবূ লাহাব বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে তাহার দুই হাত পক্ষাঘাত-গ্রস্ত ও বেকার হইয়া পড়ে। এই ভাবে তাহার উভয় হাত ধ্বংস হয়। তারপর, আরবের লোকেরা সেকালে বসন্ত রোগকে প্লেগের চেয়েও অধিক সংক্রামক ও ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিত। তাই তাহারা আবূ লাহাবকে লোকালয় হইতে বাহিরে লইয়া যায় এবং সেখানে নির্জন ও অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। আবূ লাহাবের দুই পুত্র ছিল। তাহারাও পিতার সেবা করিতে যায় নাই। অনন্তর আবূ লাহাবের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রদ্বয়ও তাহাকে কবরস্থ করিতে যায় নাই। অবশেষে তাহার লাশ যখন পচিয়া ছড়িয়া যায় তখন লোকে উহার দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া ঐ লাশকে মাটি চাপা দিবার ব্যবস্থা করে। তাহারা মজুর লাগাইয়া লাশের অনতিদূরে একটি গর্ত করায়। তারপর ঐ মজুরেরা আবূ লাহাবের লাশকে কাঠ দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে ঐ গর্তে নিক্ষেপ করে এবং তারপর মাটি দিয়া ঐ গর্তটি বন্ধ করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য—আরবী ভাষায় 'য়াদ' (يد) শব্দটি ধনসম্পদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন আয়াংটির অর্থ হইবে—'আবূ লাহাবের ধন সম্পদ ধ্বংস হইল এবং সেও ধ্বংস হইল।' পরবর্তী আয়াতে এই কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে।

তৃতীয় তাৎপর্য—আরবী ভাষায় 'য়াদ' (يد) শব্দটি মানুষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন আয়াংটির অর্থ হইবে এইরূপ—'আবূ লাহাবের দুইজন লোক অর্থাৎ তাহার দুইপুত্র ধ্বংস হইল এবং সেও ধ্বংস হইল।'

আবূ লাহাবের একপুত্র 'উৎবাহ তাহার সঙ্গীদের সাথে সফরে ছিল। কোন এক রাত্রিতে সারা রাত্রি উট চালাইয়া তাহারা শেষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে থাকে। সেই সময়ে একটি বাঘ ঐ দলে প্রবেশ করিয়া কোন উট বা কোন মানুষকে আক্রমণ না করিয়া দলের অভ্যন্তরে গিয়া সোজাসুজি ঐ উৎবাকে আক্রমণ করে এবং মারিয়া ফেলিয়া সোজা প্রস্থান করে।

আবূ লাহাব ইত্যাদির ধ্বংস আল্লাহ তা'আলার অবধারিত ভাবে জানা থাকায় উহার নিশ্চয়তা জ্ঞাপনের জন্য এই আয়াতে এবং দ্বিতীয় আয়াংটিতে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাই 'ধ্বংস হইবে' না বলিয়া বলা হইল 'ধ্বংস হইল'।

ابو لهب—আবূ লাহাব। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের একাধিক স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে 'ফাতিমাহ' এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পিতা আবদুল্লাহ ও চাচা আবূ তালিব (নাম আবদু মানাফ) জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল মুত্তালিবের অপর স্ত্রী 'লুব্না' এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে 'আবূ লাহাব'। আবূ লাহাবের নাম ছিল আবদুল 'উয্যা (মাক্কার মুশরিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা) উয্যার বান্দা; আর আবূ লাহাব ছিল তাহার উপনাম। তাহার শরীরের বর্ণ অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ছিল বলিয়া তাহার এই উপনাম হয়।

আয়াংটিতে আবদুল-উয্যা নামটি উল্লেখ না করিয়া উপনাম আবূ লাহাব উল্লেখ করার পশ্চাতে তিনটি

www.ahlehadeethbd.org

২। তাহার ধনসম্পদ এবং তাহার উপার্জন তাহার কোন কাজে আসিল না।২

৩। শীঘ্রই সে শিখাময় (প্রজ্জ্বলিত) আগুনে প্রবেশ করিবে,

৪। এবং তাহার স্ত্রীও। কী জঘন্য কাষ্ঠ বহনকারিণী ঐ রমণী!৩

٢ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

٣ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

٤ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

কারণ দেখান হয়। (এক) আবূ লাহাব মূলে উপনাম হইলেও উহাই তাহার নামরূপে বহুল প্রচলিত ছিল এবং আবূ লাহাব নামেই সে সমধিক পরিচিত ছিল। তাহাকে আবদুল উয্যা নামে অল্প লোকেই চিনিত। যেমন তাহার অপর ভাই আবূ তালিব। সেও তার মূল নাম আবদু মানাফ নামে খুব কমই পরিচিত ছিল। এই কারণে 'আবূ লাহাব' কুন্‌য়াৎ যোগে তাহার উল্লেখ করা হয়। (দুই) আবদুল্-'উয্যা নামটির মধ্যে স্পষ্ট শির্ক রহিয়াছে। কাজেই উহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। (তিন) তাহার পরিণাম হইতেছে **লাহাবময়** আগুন; আর তাহার উপনাম হইতেছে **আবু লাহাব**। এই লাহাবে-লাহাবে মিল থাকায় শাব্দিক অলঙ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপনামটি ব্যবহার করা শুধু সঙ্গতই হয় নাই—বরং উত্তম ও সুন্দর হইয়াছে।

২। ماكسب (মা কাসাবা)—আরবী ব্যাকরণ অনুসারে ইহার দুই অর্থ হইতে পারে। (এক) তাহার উপার্জন; (দুই) সে যাহা উপার্জন করিল সেই বস্তু। ফলে, 'মালুহু অমা কাসাবা' এর অর্থ দাঁড়ায় 'তাহার ধন-সম্পদ ও তাহার উপার্জন' অথবা 'তাহার ধনসম্পদ ও তাহার উপার্জিত বস্তু বা ব্যাপার'। ধন-সম্পদের সহিত এই উপার্জন বা উপর্জিত বস্তুর সমন্বয় রক্ষা করিতে গিয়া ইহার কয়েকটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) তাহার পৈত্রিক ধন ও ঐ ধন হইতে অর্জিত লাভ। (দুই) তাহার পৈত্রিক পশু সমূহ ও ঐ পশু হইতে জাত পশু সমূহ। (তিন) 'মাল' বলিয়া তাহার যাবতীয় পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত ধন সম্পদ বুঝানো হইয়াছে এবং 'মা কাসাবা' বলিয়া 'তাহার পুত্রদিগকে বুঝানো হইয়াছে। বস্তুতঃ সন্তানকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পিতার উপার্জন ও উপার্জিতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। হযরৎ আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা যাহা খাও তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক উপাদেয় হইতেছে ঐ খাদ্য যাহা তোমাদের নিজেদের উপার্জিত। আর জানিয়া রাখ, তোমাদের সন্তান সন্ততিগণ তোমাদের উপার্জিতের অন্তর্ভুক্ত।"—তুহ্‌ফা (তিরমিযীর শারহ্) ২।২৮৭। অর্থাৎ আবূ লাহাবের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি কিছুই কোন কাজে আসিবে না। (চারি) 'মা কাসাবা' বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বিরুদ্ধে আবূ লাহাবের অপপ্রচার ও তাঁহার প্রতি তাহার বিদ্বেষ বুঝানো হইয়াছে। (পাঁচ) 'মা কাসাবা' বলিয়া আবূ লাহাবের শিরক ও কুফর কার্যকে বুঝানো হইয়াছে।

ما أغنى عنه (মা আগনা 'আন্‌হু) তাহার কোন উপকারে আসিল না। প্রশ্ন উঠে কোন্ ব্যাপারে উপকারে আসিল না? ইহার উত্তর দুই ভাবে দেওয়া হয়। (এক) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে পর্যুদস্ত করিতে পারিল না এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রচারিত ধর্মের জয় দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে বিপাকে প্রাণ হারাইল। (দুই) আবূ লাহাব এক সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বলিয়াছিল, "তুমি আমাকে যে শাস্তি ও আযাবের ভয় দেখাইতেছ তাহা যদি বাস্তবে পরিণত হয় তাহা হইলে আমার মাল ও সন্তানদের সাহায্যে আমি নিজেকে ঐ শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইব।" উহার জওয়াবে এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আয়াতে বলা হয় যে, সে সব কিছুই তাহাকে আল্লাহ এর আযাব হইতে বাঁচাইতে অপারগ হইল। তার পরবর্তী আয়াতে বলা হয় "শীঘ্রই সে শিখাময় আগুনে প্রবেশ করিবে"।

৩। وامرأته (অমরা আতুহু—আর তাহার স্ত্রী। অর্থাৎ আবু লাহাবের স্ত্রীও শিখাময় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে। আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল 'উম্মু জামীল'। এই 'উম্মু জামীল' ছিল হযরৎ আবু সুফয়ানের ভগিনী ও হযরৎ মু'আবিয়ার ফুফু।

حمالة الحطب (হাম্মালাতাল হাতাবি) 'হাম্মালাতা' এর শেষ অক্ষর 'তা' তে 'যবার' থাকায় উহার ব্যাকরণসম্মত বিশ্লেষণ ও পদবিন্যাস দুই ভাবে করা হয়। (এক) নিন্দাবাচক উহ্য ক্রিয়ার 'মাফউল' বা কর্মকারক ধরিয়া এবং (দুই) উহাকে 'ইমরাআৎ' এর আগুনে প্রবেশকালীন 'হাল' বা অবস্থা ধরিয়া। প্রথম পদবিন্যাসে অর্থ হইবে এইরূপ—"আর তাহার স্ত্রীও অর্থাৎ তাহার কাষ্ঠ বহনকারিণী স্ত্রীও শিখাময় আগুনে প্রবেশ করিবে।" দ্বিতীয় পদবিন্যাসে অর্থ হইবে "আর তাহার স্ত্রী কাষ্ঠ বহনকারিণী অবস্থায় শিখাময় আগুনে প্রবেশ করিবে"। প্রথম পদবিন্যাসমূলে আয়াতটির তাৎপর্য তিনভাবে এবং দ্বিতীয় পদবিন্যাসমূলে একভাবে, মোট চারিভাবে ইহার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) "আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর ঘোর শত্রু ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে শারীরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা দিতে কোন কসুর করিত না। সে রাত্রের বেলায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কা'বা মসজিদ যাইবার পথে স্থানে স্থানে কাঁটা পুঁতিয়া রাখিত। ঐ সব কাঁটা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পায়ে বিধিতে দেখিয়া সে পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের প্রতি তাহার বিদ্বেষ এত গভীর ছিল যে, সে তাঁহাকে কষ্ট দিবার উপকরণ যোগাড় করিবার ভার চাকর বাকরদের হাতে দিয়া তৃপ্তি পাইত না। তাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ হওয়া সত্ত্বেও সে রাগের চোটে নিজেই কাঁটা গুল্মাদি আহরণে বাহির হইত। এই কারণে আয়াৎটিতে 'হাম্মালাতুল-হাতাব' বা 'কাষ্ঠ বহনকারিণী' আখ্যাযোগে তাহার উল্লেখ করা হয়। (দুই) 'হাম্মালাতুল হাতাব' এর পরোক্ষ অর্থ হইতেছে 'চুগলখোরনি'। চুগলখোর যেহেতু এক জনের কথার সহিত মিথ্যা যোগ করিয়া অপরজনের নিকট এবং এক দলের কথার সহিত মিথ্যা যোগ করিয়া অপর দলের নিকট উহা পৌছাইয়া দুইজন ও দুই দলের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালাইয়া দেয় এবং অনবরত ঐ আগুনে ইন্ধন যোগাইয়া উহাকে প্রজ্বলিত রাখে, এই জন্য চুগল খোরনিকে আরবী ভাষায় 'হাম্মালাতুল হাতাব' বলা হয়। উম্মু জামীল একদিকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ও মুমিনদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করিবার জন্য এবং অপরদিকে মুমিন ও মুশরিকদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কে তিক্ততা ও বিরোধ আনিবার জন্য চুগলখোরীতে প্রাণপণ চেষ্টা চরিত্র করিত। তাই এখানে এই আখ্যাযোগে তাহার উল্লেখ করা হয়। (তিন) 'হাম্মালাতুল হাতাব'-এর 'হাতাব' বা আগুন শব্দটির তাৎপর্য 'জাহান্নামের আগুন' ধরিয়া ইহার রূপক অর্থ এই ভাবে করা হয় যে, উম্মু জামীল যেহেতু তাহার নিজ ক্রিয়া কলাপ ও কুকীর্তি দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করিবার যোগ্য করিয়া তুলিতেছিল তাই তাহাকে "নিজের জন্য জাহান্নামের ইন্ধন সরবরাহকারিনী" বলিয়া উল্লেখ করা হইল। (চারি) দ্বিতীয় পদবিন্যাসের তাৎপর্য এইভাবে বর্ণনা করা হয়—"উম্মু জামীল জাহান্নামের 'যাকুম' (زقوم), যারী (ضريع) ইত্যাদি জাহান্নামী খাদ্যাদি বহনকারিণী অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

উল্লিখিত চারিটি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিতে প্রত্যক্ষ অর্থ (حقيقة), দ্বিতীয়টিতে পরোক্ষ অর্থ (مجاز) এবং তৃতীয় ও চতুর্থটিতে রূপক অর্থ (استعارة) গ্রহণ করা হইয়াছে। এমত অবস্থায় প্রথম ব্যাখ্যাটিই সমধিক গ্রহণযোগ্য। বিশেষতঃ উম্মু জামীলের মৃত্যু সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও এই ব্যাখ্যার

www.ahlehadeethbd.org

৭ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ٥

৫। ঐ রমণীর গ্রীবাদেশে রহিয়াছে খেজুর গাছের আঁশ দিয়া শক্তভাবে পাকান একটি বিশেষ রজ্জু।৪

যথার্থতা প্রমাণ করে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি 'অধিক-গুণ দোষায়ঃ' মতে প্রথম ব্যাখ্যাটির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যাটিকে একেবারে বাদ দিয়া উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তারপর তৃতীয় ব্যাখ্যাটি নিছক কষ্টকল্পিত বলিয়া উহা গ্রহণ করা চলে না। চতুর্থ ব্যাখ্যাটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই দুন্‌য়াতে মানুষ যে ধরণের কাজ করিতে থাকে আখিরাতে তাহাকে সেই ধরণের বদলা দেওয়া হইবে। কাজেই এই ব্যাখ্যাটি পরোক্ষভাবে প্রথম ব্যাখ্যাটিকেই সমর্থন করে। বিশেষতঃ কুরআন মজীদে (৪০ আল-মুমিন : ৪৬) ও হাদীসে যেহেতু সুষ্ঠুভাবে বলা হইয়াছে যে, মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহার কর্মফল ভুগিতে আরম্ভ করে কাজেই উম্মু জামীলের মৃত্যুর পরে তাহার ঐ ধরণের শাস্তি ভোগ ইহাই ইঙ্গিত করে যে, দুন্‌য়াতে সে ঐরূপ কুকর্ম করিত। তাহার মৃত্যুর বিবরণ পরবর্তী আয়াতের নোটে বর্ণনা করা হইতেছে।

৪। مسد (মাসাদ)। এই শব্দের অর্থ শক্ত-ভাবে পাক দেওয়া রজ্জু। পাট বা শন দিয়াই হউক আর খেজুর গাছের আঁশ দিয়াই হউক অথবা লোহার তার দিয়াই হউক—যে কোন বস্তু দ্বারা শক্তভাবে পাকান রজ্জুকে মাসাদ বলা হয়। পূর্বের আয়াতটির বিভিন্ন ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া এই আয়াৎ-টির দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। (এক) উম্মু জামীল যে থলি লইয়া কাঁটা গুল্মাদি আহরণ করিতে যাইত সেই থলির মুখে শক্তভাবে পাকান দড়ি লাগান ছিল। ঐ দড়ি সে ঘাড়ে পেঁচাইয়া ঐ থলি পাশে লটকাইয়া, উহাতে কাঁটা গুল্মাদি ভর্তি করিয়া সে আনিত। তাই বলা হইল, "তাহার গ্রীবাদেশে রহিয়াছে শক্ত ভাবে পাকানো রজ্জু।" (দুই) সে ঐ ভাবে জাহান্নামের আগুনের থলিতে জাহান্নামের কাঁটা গুল্মাদি ভর্তি করিয়া সেই থলির লৌহশৃঙ্খল তাহার গ্রীবায় পেঁচাইয়া জাহান্নামে অবস্থান করিবে।

উম্মু জামীলের মৃত্যুর বিবরণ—উম্মু জামীল তাহার বরাবরের নিয়ম মত এক রাত্রিতে তাহার থলিটি কাঁটাগুল্মাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া থলির দড়িটী গলায় পেঁচাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। পথে ক্লান্তি অনুভব করায় সে একটি পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। সে অল্পক্ষণ পরেই আবার উঠিয়া চলিতে থাকিবে মনে করিয়া থলির দড়িটি গলা হইতে খুলিল না। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাকে ঘুমে ধরে এবং ঘুমের কারণে সে স্থানচ্যুত হইয়া নীচে পড়িয়া যায়। কিন্তু তাহার থলিটি উপরের পাথরে আটকাইয়া যায়। অনন্তর সে উঠিতে অক্ষম হয় এবং থলির দড়িটি ফাঁসীর মত হইয়া তাহার গলায় বসিয়া যায় এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটে। এই ভাবে শেষ আয়াৎ দুইটিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবে পরিণত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

॥ এম, মাওলা বখ্‌শ্‌ নদভী ॥

মুসলিম জাতির মানসিক গঠনে ইকবালের কবিতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইকবাল তাঁহার বিখ্যাত কবিতা শিকওয়ায় যেভাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন এবং নিজেই আল্লাহর পক্ষ হইতে উহার দাঁতভাঙ্গা জবাবও দিয়াছেন, তাহাতে ইসলাম-বিরাগীদের জন্য বহু শিক্ষনীয় বিষয় আছে! এই প্রকার অভিযোগের পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত, উহাই সকলের জন্য অনুধাবনীয়; কিন্তু অনেকেই এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বেআদব এবং সীমা অতিক্রমকারী বলিতেও কসুর করে নাই; ইকবাল নিজেও উহা উপলব্ধি করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন:

گفتار کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا
جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات
چب رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال
کرتا ہوں اس بندۂ گستاخ کا منہ بند

আত্মাকে চিন্তা যবে তরঙ্গায়িত হয়,
কথা বলার নিয়ম তখন আর বশে না রয়,
ইকবাল যে চুপ থাকিতে পারেনি খোদার দোরে,
এ বে-আদব বান্দার মুখ দাও বন্ধ করে।

رمزیں میں محبت کی گستاخی و بے باکی
ہر شوق نہیں گستاخ ہر جذب نہیں بے باک

মুহাব্বতের ইশারা এই গোস্তাখী ও দুঃসাহস,
বে-আদব নয় সব আবেগ, নির্ভয় নয় সব পরশ।

ইকবাল এই ধরাধামে নিজকে সম্পূর্ণভাবে একা ও নিঃসঙ্গ অনুভব করতঃ একজন সঙ্গীর খোঁজে আকাশ, সাগর, পর্বত এবং চন্দ্র-নক্ষত্র সব কিছুকে সম্বোধন করিয়া কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেন—হে খোদা! তোমার এই দুনিয়া আমার জন্য বসবাসের উপযুক্ত নয়, আমিত প্রাণ সর্বস্ব, কিন্তু তোমার দুনিয়া প্রাণহীন। তাতে চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি এখানেও নিরাশ হইয়া যান, আল্লাহও তাঁহার এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কোন সান্ত্বনাবাণী না দিয়া কেবল একটু মুচকি হাসি হাসিয়া চুপ হইয়া থাকেন।

شدم بہ یزداں گذشتم از مہ و مہر
کہ در جہان تو یک ذرہ آشنایم نیست

পার হয়ে এই চাঁদ সুরুজ বলি—ধরে খুদার দ্বার
তব দুনিয়ায় এক যারা পরিচিত নেই আমার।

جہان تہی ز دل و مشت خاک من بہ دل
چمن خوش است ولے درخور نوایم نیست

এক মুঠো খাক মোর সব-ই প্রাণ, প্রাণবিহীন এই জাহান,
আমার গানের নয় অনুকূল সুন্দর এই ফুল বাগান।

تبسمے بہ لب او رسید و ہیچ نہ گفت

ওষ্ঠ পরে মুচকি হেসে আর কিছু সে বল্‌লনা।

ইকবাল এই প্রকার অভিযোগকে অন্যত্র

www.ahlehadeethbd.org

কত সুন্দরভাবে পেশ করেছেন –

آشنائے خار را از قصۂ ما ساختی
در بیابان جنون بردی و رسوا ساختی

আমার দুঃখের কাহিনী তুমি জানায়ে দিলে সব কাঁটায়,
উন্মাদনার মাঠে কেলিয়া করিলে কত যে লাঞ্ছনাই।

হয়ত আদম (আ:) নিষিদ্ধ গম দানা খাইয়া এবং আযাযীল মাত্র একটি সিজদা না করিয়া সারা যিন্দেগী দুনিয়ার আবর্জনার মধ্যে আবদ্ধ রহিল এবং দুনিয়ার জীবনকালে আর পূর্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে পারিল না তাই কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,

جرم ما یک دانۂ تقصیر او یک سجدۂ
نے بہ آن بیچارہ می سازی نہ با ما ساختی

একটি দানা মোদের দোষ, এক সিজদা তাহার পাপ,
মোদের পানে চাইলে নাক, করলেনাক তারেও মাপ।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে কোন অবস্থায় কোন প্রকারেই নারাজ করা চলিবে না।

صد جہاں می روید از کشت خیال ما چو گل
یک جہان و آن ہم از خون تمنا ساختی

মোদের চিন্তা-যমীন হতে ফুল সম শত ফোটে দুনিয়া,
তোমার একটি দুনিয়া, সেও গড়া আকাঙ্খার খুন দিয়া।

কবি অন্যত্র বলিতেছেন, বর্তমান দুনিয়া একটা পুতুলঘর মাত্র। এখানে কোটি কোটি পুতুল সৃষ্টি করা আল্লাহকে শোভা পায় না, আল্লাহর উচিত যোগ্য প্রত্যয়ী মানুষ সৃষ্টি করা।

نقش دگر طراز دہ آدم پختہ تر بیار
لعبت خاک ساختن می نہ سزد خدائے را

তৈয়ার কর পোক্তা আদম নতুনভাবে নকশা ক'রে,
শুধু মাটীর পুতুল গড়া, পায়না শোভা খুদার তরে।

ইকবাল খুদার খুদায়ী এবং বান্দার বন্দেগীর মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে মুকাবিলা করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। তিনি আল্লাহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে আল্লাহ! তুমি তো বে-পরওয়া কিন্তু একবার স্বীয় বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তাহারা তোমার কত অনুরাগী ও বশীভূত, এই অনুরাগ ও বশ্যতাই তাহাদের উন্নতির মূল ভিত্তি, তাহারা ইহাতেই গৌরব বোধ করিয়া থাকে তুমি যদি তাহাদিগকে এই অনুরাগ ও দাসত্বের পরিবর্তে খুদায়ী ও প্রভুত্বও প্রদান কর তবুও তাহারা উহা গ্রহণ করিবে না।

تب و تاب فطرت ما ز نیاز مندی ما
تو خدائے بے نیازی نرسی بسوز و سازم
چنان ایں بندگی در ساختم من
نہ گیرم گر مرا بخشی خدائی

মোদের আনুগত্য হ'ল প্রকৃতির এরূপ দহন
তুমিতো খুদা বে-পরওয়া পাওনি আমার সুখ স্বপন।
এমন ভাবে দাসত্বকে নিয়েছি আমি ক'রে বরণ,
এখন যদি দাও খুদায়ী, করব নাকো তাহা গ্রহণ।

কবি বলেন, দুনিয়ায় সুখ দুঃখ, হাসি কান্না এবং আনন্দ ও কষ্ট স্বীকারের মধ্যেই জীবন উন্নত ও সার্থক হয় আর এই কঠিন সাধনা করার জন্যই এখানে মানবের আগমন হইয়াছে, কেবল স্ফূর্তি ও আনন্দ করার জন্য তাহাকে পয়দা করা হয় নাই। মানুষ কখনও ঝামেলাশূন্য হইতে পারে না, উহা কেবল আল্লাহর বেনিয়াযের জন্যই নির্দিষ্ট। তাই কবি আল্লাহকে বলেন,

ترا ایں کشمکش اندر طلب نیست
ترا ایں درد و داغ و تاب و تب نیست
ازاں از لامکاں بگریختم من
کہ آں جا نالہ ہائے نیم شب نیست

(৫৫৫-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(٢١—٦) حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي انا علي بن حسين بن واقد ثني ابي ثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا ؟ فقال صدقة عليك وعلى اصحابك فقال ارفعها فانا لا نأكل الصدقة قال فرفعها

(২১—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ 'আম্মার আল্-হুসাইন ইব্ন হুরাইস আল্-খুযা'ঈ. তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন ওাকিদ, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আমার পিতা (হুসাইন), তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরাইদাহ্, তিনি বলেন আমার পিতা বুরাইদাহ্কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাদীনাহ্ আগমন করিবার পরে একদা সালমান ফারিসী একটি বারকোশে কিছু খেজুর লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট আসেন এবং ঐ বারকোশটি তাঁহার সম্মুখে রাখেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "হে সালমান, ইহার বিবরণ কী" ? তিনি বলেন, "আপনার জন্য এবং আপনার সঙ্গীদের জন্য সাদ্কা খায়রাৎ বিশেষ"। তখন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, ইহা উঠাইয়া লও। কেননা, আমরা সাদকা-খায়রাৎ খাই না"। সাহাবী বুরাইদা বলেন, তখন সালমান উহা উঠাইয়া লইল।

(২১—৬) সালমান ফারসী অর্থাৎ পারস্য দেশীয় সালমান। তাঁহার বিস্তারিত জীবনী ৫২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فقال ارفعها - তখন তিনি বলেন ইহা উঠাইয়া লও। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এবং ইমাম আহ্মাদ ও তাবারাণীর হাদীস গ্রন্থগুলিতে বলা হইয়াছে, "তখন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদিগকে উহা খাইতে বলেন কিন্তু নিজে বিরত থাকেন।" মুহাদ্দিসগণ ইহাকেই ঠিক বলেন। কারণ সালমান উহাকে সাহাবীদের জন্য ও খয়রাৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় শামায়িলের বাক্যটির সহিত 'আন্নী (عني) শব্দ যোগ করিলে আর কোন গোলমাল থাকে না। তখন অর্থ হইবে 'আমার নিকট হইতে উহা উঠাইয়া বা সরাইয়া লও।'

www.ahlehadeethbd.org

অনন্তর পরের (কোন এক) দিন তিনি আবার উহার অনুরূপ খাদ্য আনিয়া উহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সম্মুখে রাখেন। তখন তিনি বলেন, "হে সালমান ইহার বিবরণ কী"? তাহাতে সালমান বলেন, "আপনার জন্য উপঢৌকন বিশেষ"। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিজ সঙ্গীদিগকে বলেন, "হাত বাড়াও অর্থাৎ খাও।" ইহার কিছু পরে সালমান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের পিঠে খাতামটি দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনেন।

صدقة ও هدية—হাদীয়াহ ও সাদাকাহ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাদাকাহ এর বেলায় দানকারী দান গ্রহীতা হইতে কোন প্রতিদান বা পুরস্কার পাইবার বাসনা রাখে না। উহার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতেই পাইবার আশা রাখে। এই কারণে ইহা গরীব দুঃখী ছাড়া অপর কাহাকেও দেওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে, হাদীয়াহ এর বেলায় দান গ্রহীতার সন্তোষ লাভ অথবা দান গ্রহীতা হইতে প্রতিদান লাভই দানকারীর মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য হইয়া থাকে।

ابسطوا—তোমরা হাত বাড়াও অর্থাৎ খাও। ইহার অপর অর্থ তোমরা ছড়াইয়া বসো এবং সালমানকেও সঙ্গে খাইতে বসিতে দাও।

ثم (সুম্মা) **ইহার কিছু পরে।** এই শব্দটি কিছু ব্যবধান বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐ ব্যবধানটির বিবরণ সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে দেওয়া হইয়াছে। উহা এই যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নুবুওতের তিনটি প্রমাণের মধ্যে তাঁহার সাদাকাহ প্রত্যাখ্যান ও হাদীয়াহ গ্রহণ প্রমাণ দুইটি তো পাওয়া গেল। তৃতীয় প্রমাণ অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশের

فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
مَا هٰذَا يَا سَلْمَانُ؟ فَقَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
لِأَصْحَابِهِ ابْسُطُوْا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ
عَلٰى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
فَآمَنَ بِهِ۔

দৈহিক প্রমাণটি দেখিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় সালমান অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। অবশেষে কিছু কাল পরে ('সুম্মা') এই সুযোগ মিলিল। একজন আনসারী সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। সেই উপলক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পরিধানে লুঙ্গি এবং গায়ে কেবলমাত্র চাদর দিয়া ঐ আনসারীর জানাযার (লাশের) সহিত বাকী' গোরস্থানে গেলেন। সেখানে দাফনের অপেক্ষায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সাহাবীদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় সালমান তাঁহার পশ্চাতে ঘোরাফিরা করিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সালমানের অভিপ্রায় বুঝিতে পরিয়া পিঠের চাদর নামাইয়া দেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নুবুওতের যে সকল চিহ্নের কথা সালমান রাহিবের নিকট জানিয়াছিলেন তাহার সবগুলিই দেখা সমাপ্ত হওয়ায় সালমান (ফাআমানা) তখনই ঈমান আনেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহাবী বুরাইদা বলেন, সালমান কোন য়াহূদীর অধীনে (গোলাম) ছিলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহাকে এত এত দিরহামের বিনিময়ে এবং এই শর্ত সাপেক্ষে খরিদ করেন যে, সালমান তাঁহার ঐ য়াহূদী মুনিবদের জন্য একটি খেজুর বাগানে খেজুর গাছ রোপণ করিবে এবং ঐ গাছগুলিতে ফল আসা পর্যন্ত ঐ বাগানে কাজ করিতে থাকিবে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খেজুর গাছের একটি চারা ছাড়া বাকী সবগুলি রোপণ করেন এবং ঐ একটি চারাগাছ উমার রোপণ করেন। ঐ বৎসরই সকল খেজুর গাছেই ফল আসিল কিন্তু একটি খেজুর গাছে ফল আসিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "এই খেজুর গাছটির এই অবস্থা কেন"। তাহাতে উমার বলেন, "হে আল্লার রাসূল, আমি উহা রোপণ করিয়াছিলাম"। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ঐ গাছটিকে উপড়াইয়া তুলিয়া উহা আবার রোপন করিলেন। অনন্তর উহাতেও ঐ বৎসরই ফল আসিল। (ফলে সালমান মুক্তি পাইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসালাম এর খিদমাৎ করিতে থাকেন।)

وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم بِـكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلي اَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخِيْلًا فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيْـهِ حَتّٰى تُطْعِمَ فَغَرَسَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم النَّخْلَ اِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَـةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاْنُ هٰذِهِ النَّخْلَةِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ اَنَا غَـرَسْتُهَا فَنَـزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِـهِ ٭

فاشتراه بكذا وكذا درهما—তাঁহাকে **এত এত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন।** এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ ব্যাখ্যা সহ তাঁহার জীবনীতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই দিরহামের পরিমাণ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তাহার জওয়াব তাঁহার জীবনীতে উল্লেখ করা হয় নাই। উহা এখানে বলা হইতেছে। ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে ঐ দিরহামের পরিমাণ সম্পর্কে দুই প্রকার উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তিতে বলা হয় '৪০ উকীয়া রৌপ্য', আর অপর উক্তিতে বলা হয় '৪০ উকীয়া স্বর্ণ'। ৪০ দিরহামে এক উকীয়া হয় আর দিরহাম হয়ই রৌপ্যের। কাজেই চল্লিশ উকীয়া রৌপের উক্তিটির তাৎপর্য স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়। কিন্তু ৪০ উকীয়া স্বর্ণের তাৎপর্য কী হইবে তাহা বুঝা যায় না। ইহা যেন সোনার পাথরবাটি বলার অনুরূপ। কাজেই উক্তিগুলির তাৎপর্য হইবে "৪০উকীয়া অর্থাৎ ৪০×৪০=১৬০০ দিরহাম অথবা চল্লিশ উকীয়া দিরহামে যে পরিমাণ রৌপ্য হয় সেই পরিমাণ রৌপ্য অথবা তাহার সমমূল্যের স্বর্ণ"। বিস্তারিত হিসাব জীবনী মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

সাল্‌মান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু-এর জীবনী

سلمان الفارسي—সাল্‌মান আল্‌ফারিসী বা পারস্যদেশীয় সাল্‌মান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু। তিনি একজন বিজ্ঞ ধর্মজ্ঞানী, চরম কৃচ্ছসাধক যাহিদ ও শ্রেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। তাঁহার উপনাম ছিল 'আবু আবদুল্লাহ্'। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম স্বয়ং তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর 'মাওলা' বা মুক্ত-দাস বলিয়া পরিচিত হন। (তাঁহার দাসত্বমুক্তির ব্যবস্থা এই হাদীসেই বর্ণিত হইয়াছে।) তিনি 'সাল মান আল্‌-খাইর' নামেও অভিহিত হন। তাঁহাকে তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পিতার নাম না বলিয়া বলিতেন, "আমি ইসলামের পুত্র"।

সাহীহ বুখারী প্রমুখ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে হযরৎ সালমান ফারিসী সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হইতেছে।

সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্য দেশের অগ্নি পূজারীদের এক গ্রামের সরদারের পুত্র ছিলেন এবং তিনিও অগ্নিপূজক ছিলেন। তাঁহার আদি নাম ও তাঁহার পিতার নাম ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেন। কেহ বলেন, তাঁহার নাম ছিল 'মাবিহ্' ও পিতার নাম ছিল 'বুয' (ইসাবাহ); কেহ বলেন 'মাবিহ ইব্‌ন বাযাখশান' (উসদুল্‌-গাবাহ্); আবু নু'আইম এর 'আখ্‌বারু ইসবাহান গ্রন্থে বলা হয় যে, তিনি সম্রাট 'মিনূ-চেহের'এর বংশধর মাহাঅইহ্‌ ইব্‌ন বাদাখ্‌শান ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার নাম 'বাহ্‌বুদ ইব্‌ন হুশান বলিয়াছেন। নামগুলি হইল যথাক্রমে مابه بن بوذ ; ماهويه بن بدخشان، مابه بن بذخشان ও بهبود بن خشان ইত্যাদি।

সাল্‌মান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্মস্থান সম্পর্কে সাহীহ বুখারীর ৫৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, সাহাবী আবু উসমান নাহ্‌দী বলেন, আমি সাল্‌মানকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার জন্ম হয় পারস্যের 'রামাহুরমুয' শহরে। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তাঁহার জন্ম হয় ইস্‌পাহানের 'জাইই' নামক স্থানে।

সাল্‌মান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর পিতা গ্রামের সরদার ছিল বলিয়া তাহার পূজাগৃহে দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা অগ্নিদেবতাকে প্রজ্জ্বলিত, জীবন্ত ও জাগ্রত রাখিতে হইত। সাল্‌মান পিতার সর্বাধিক প্রিয় পুত্র হওয়ায় পিতা তাহাকে সর্বদা ঘরে আটকাইয়া রাখিত এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত করিয়াছিল। কাজেই সালমানও চরম অগ্নি-ভক্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, স্থানীয় শিক্ষাগারে সালমানের প্রাথমিক শিক্ষালাভের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কিশোর বয়সে সালমান রাযিয়াল্লাহু আন হুর-ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কে পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি অগ্নিপূজার প্রতি বিরাগী ও খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহার এই পরিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাসে দুই প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। এক বিবরণে বলা হয় যে, নিকটস্থ কোন এক পাহাড়ের এক গুহায় একজন সংসারত্যাগী খৃষ্টান আলিম বাস করিতেন। শিক্ষাগারে যাতায়াতকালে সালমান ঐ আলিমের নিকট বসা-উঠা করিতে করিতে তাঁহার এই পরিবর্তন ঘটে এবং অবশেষে তাঁহার সহিত সিরীয়া চলিয়া যান। দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয় যে, একদা সালমানের পিতা গৃহ কর্মে ব্যস্ত থাকায় সালমানকে কোন কাজে বাহিরে পাঠায় এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দেয় যে, সে যেন যত শীঘ্র পারে কাজ সমাধা করিয়া বাড়ী আসে। সে আরও জানাইয়া দেয় যে, তাহার বাড়ীতে ফিরিতে দেরী হইলে সে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে। অনন্তর সালমান স্থানীয় গির্জায় খৃষ্টানদের ধর্মীয় ইবাদৎ দেখিয়া ঐ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পিতা পুত্রের পায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে। সালমান পূর্ব ব্যবস্থা মত শিকল ছিড়িয়া ফেলিয়া একদল বণিকের সহিত সিরীয়া চলিয়া যান।

সালমান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু সিরীয়া পৌছিয়া সেখানকার গির্জার প্রধান ধর্মযাজকের নিকট গিয়া নিজ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া খৃষ্টীয় ধর্মক সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিতে এবং উহার অনুশীলন করিতে থাকেন। এই ধর্মযাজকটি ভাল লোক ছিলেন না। লোকদের দান খয়রাৎ লইয়া উহা আশ্রমের শিক্ষার্থী ও সেবকদিগকে না দিয়া সমস্তই তিনি আত্মসাৎ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ঘর হইতে সাত মটকা সোনা-রূপা বাহির হয়। যাহা হউক, ঐ ধর্মযাজকের মৃত্যুর পরে তাঁহার স্থলে যিনি ধর্মযাজক হন তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি দুনয়ার ধন-সম্পদ-ইয যতের প্রতি চরম বিরাগী, আখিরাতের প্রতি যারপর নাই অনুরাগী এবং দিবারাত্র ইবাদাৎকারী ছিলেন। সালমান তাঁহার সহিত অবস্থান করিতে থাকেন। এই ধর্মযাজকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সালমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনি কাহার নিকট যাইবেন। তাহাতে তিনি সালমানকে মুসল শহরের ধর্মযাজকের নিকট যাইতে বলেন। অনন্তর তিনি মুসল শহরের ধর্মযাজকের নিকট গিয়া তাঁহার নিকট পূর্ব ধর্মযাজকের উল্লেখ করিয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট থাকিয়া শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন।

তাঁহার এই তৃতীয় গুরুরও মৃত্যু-আসন্ন হইলে সালমান তাঁহার পরে কোথায় যাইবেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সালমানকে 'নাসীবীন' যাইতে বলেন। তদনুযায়ী সালমান নাসীবীন গিয়া সেখানকার ধর্মযাজককে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার বলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে থাকেন। এই ধর্মযাজকের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরে সালমানকে 'গাম্মুরীয়াহ' যাইতে বলেন তদনুযায়ী তিনি ঐ ধর্মযাজকের মৃত্যুর পরে 'গাম্মুরীয়াহ' গিয়া সেখানকার ধর্মযাজকের নিকট অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি কতকগুলি গরু ও ছাগলের মালিক হন। তারপর সালমানের এই পঞ্চম গুরুর মরণকাল উপস্থিত হইলে সালমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার পরে "আমি কাহার নিকট যাইব?" তাহাতে তিনি বলেন, "এখন দুনয়াতে এমন কোন লোক দেখি না যাহার নিকট আমি তোমাকে যাইতে বলিতে পারি। তবে এখন সময় হইয়াছে ইব্রাহীমী ধর্ম লইয়া একজন নবীর আবির্ভাবের। তাঁহার অভিবাদনস্থল ও শেষ বাসস্থান খেজুর বাগানময় এমন জনপদে হইবে যাহার দুই প্রান্তের ভূভাগ হইবে প্রস্তর-কঙ্করময়। তাঁহার কয়েকটি প্রকাশ্য চিহ্ন এই যে, তিনি সাদ্‌কা খান না; কিন্তু উপঢৌকন খান এবং তাঁহার স্কন্ধের মাঝে রহিয়াছে নুবুওতের বিশেষ চিহ্ন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তুমি তাঁহাকে নবী বলিয়া বুঝিতে পারিবে। তুমি যদি পার তবে তাঁহারই নিকট পৌছিবার চেষ্টা কর।" এই বলিয়া তিনি সালমানকে 'হিজায' যাইবার নির্দেশ দেন।

তারপর গাম্মুরীয়ার ধর্মযাজকের মৃত্যুর পরে সালমান সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে সেখানে হিজাযের বানু কালব গোত্রের একদল লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি ঐ লোকগুলিকে বলেন যে, তাহারা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হিজায লইয়া গেলে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার ঐ গরু ও ছাগল দিবেন। তাহারা রাযী হইলে তিনি তাহাদের সহিত হিজায যাইতে থাকেন। পথিমধ্যে তাহারা যখন ওয়াদিল কুরা প্রান্তরে পৌছে তখন ঐ লোকগুলি সালমানকে ক্রীতদাস বলিয়া প্রকাশ করিয়া সেখানকার এক য়াহুদীর নিকটে তাঁহাকে বিক্রয় করে। [মাদীনা হইতে সিরীয়া যাইবার পথে খায়বার পার হইয়া এবং সিরীয়া হইতে মাদীনা আসিবার পথে 'তাইমা' পার হইয়া যে প্রান্তর পড়ে সেই প্রান্তরটির নাম 'ওয়াদিল কুরা' বা 'গ্রামসমূহের প্রান্তর'। এই প্রান্তরে বহু বসতি আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। দেখুন মারাসিদুল্ ই-ত্তিলা' (মুখ্তাসার মু'জামুল বুল্দান) তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ১০৮৭ ও ১৪১৭।] উহার ১০৮৭ পৃষ্ঠায় আছে—

وادی القری : واد بين الشام والمدينة وهو بين تيماء وخيبر، فيها قری كثيرة بهاسمي وادی القری ۰

ওয়াদিল-কুরা' ঃ সিরীয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি প্রান্তর; উহা খায়বার ও তাইমা' এর মধ্যে অবস্থিত। সেখানে বহু বসতি রহিয়াছে, সেই কারণে উহার নাম হইয়াছে ওয়াদিল কুরা।

১৪১৭ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—

(وادی القری) واد بین المدینة والشام من اعمال المدینة کثیر القری

(ওয়াদিল কুরা) মাদীনা ও সিরীয়ার মধ্যবর্তী একটি প্রান্তর; (বর্তমানে) মাদীনার এলাকাভুক্ত। সেখানে বহু বসতি রহিয়াছে।

تیماء: بلید فی اطراف الشام بینها وبین واد القری علی طریق حاج دمشق۔

তাইমা' ঃ সিরীয়ার এলাকাভুক্ত একটি ক্ষুদ্র শহর; সিরীয়া ও ওয়াদিল কুরার মাঝে দিমাশক হইতে আগমনকারী হাজীর পথে অবস্থিত।

خیبر: علی ۸ برد من المدینة من جهة الشام۔

খায়বার: মদীনা হইতে সিরীয়ার দিকে (অর্থাৎ উত্তর দিকে) আট বারীদ (অর্থাৎ ৮ × ১২ = ৯৬ মাইল) দূরে অবস্থিত।

দিমাশক হইতেছে মাদীনা হইতে ২০ মারহালাহ্, বা প্রায় ৪০০ মাইল উত্তরে এবং মাক্কাহ হইতেছে মাদীনা হইতে ১০ মারহালাহ্ বা প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মাদীনা হইতে উত্তরে প্রায় ১০০ শত মাইল পরে ওাদিল কুরা এবং দক্ষিণে প্রায় ২৫০ মাইল পরে মাক্কাহ্ মু'আযযামাহ্ অবস্থিত। এই মাক্কাকে কুরআন মজীদে (সূরাহ্ ৬ আল্-আন'আম: ৯২ আয়াতে) 'উম্মুল কুরা' বলা হইয়াছে; 'ওয়াদিল কুরা' বলা হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 'শামায়িল'এর এক উর্দু অনুবাদে এবং ঐ উর্দু অনুবাদের বাংলা অনুবাদে 'ওাদিল কুরা' এর অর্থ করিয়াছে 'মাক্কাহ্ মুকাররামাহ্'। উর্দু অনুবাদটির ২৯ পৃষ্ঠা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নে উধৃত করা হইতেছে।

اور مجھے وادی القری (یعنی مکہ مکرمہ) لے آئے اور وہ گائے اور بکریاں میں نے ان کو دیدی لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا

"এবং আমাকে ওয়াদিল কুরা (অর্থাৎ মাক্কাহ মুকাররামাহ্) লইয়া আসিল। আমি তাহাদিগকে গরু ছাগল দিলাম, কিন্তু তাহারা আমার প্রতি এই যুলম করিল যে, আমাকে মাক্কাহ মুকাররামাতে তাহারা নিজেদের গোলাম বলিয়া প্রকাশ করিল।"

তারপর বাংলা অনুবাদকারীর অনুবাদের ২২ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে—

'ওয়াদিয়ুল কুরা (মাক্কা-নগরীর পুরাতন নাম)' বাংলা অনুবাদকারী আরবী শব্দটির অক্ষরান্তরে এমন একটি ভুল করিয়াছেন যাহা প্রায় মৌলবী মাওলানা সাহেবান করিয়া থাকেন। তাহা হইতেছে এই ধরণের যৌগিক শব্দের প্রথম শব্দটির শেষ অক্ষর 'য়া'কে পেশ যোগে উচ্চারণ করা। যথা, 'কাযিল কুযাৎ' 'ওয়াদিল কুরা,' মুহ্ইদ্দীন শব্দগুলিকে 'কাযিয়ুল কুযাৎ' 'ওয়াদিয়ুল কুরা', মুহিউদ্দীন' উচ্চারণ করা। বস্তুতঃ বাংলা অনুবাদক তাঁহার ঐ অনুবাদের ২১ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু য়ূসুফকে 'কাযিয়ুল কুযাত বলিয়া উল্লেখ করেন।

তারপর ঐ য়াহুদীর নিকট হইতে বানু কুরাইযা গোত্রের উসমান ইবনুল-আশহাল নামে অপর একজন য়াহুদী সালমানকে ক্রয় করিয়া মাদীনার উপকণ্ঠে নিজ বাড়ী লইয়া যায়। সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মাদীনার খেজুর বাগানসমূহ এবং উহার দুই প্রান্তে প্রস্তর কঙ্করময় ভূভাগ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং নিজ আশা সফল হইবার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে কাল কাটাইতে এবং য়াহুদী মালিকের কাজ করিতে থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম 'কুবা' পৌঁছিলে তাঁহার আগমনের খবর মাদীনায় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। একদিন সালমান খেজুর গাছে চড়িয়া কাজ করিতেছিলেন এবং গাছের নীচে তাঁহার ঐ য়াহুদী মনিব বসিয়াছিলেন। এমন সময় একজন য়াহুদী ঐ মুনিব য়াহুদীর নিকট আসিয়া বলিল যে, মাক্কা হইতে কুবাতে সত্যাগত একজন লোকের নিকট লোকেরা ভিড় জমাইয়াছে আর বলিতেছে যে, ঐ লোকটি নাবী। সালমান গাছে থাকাকালে এই কথা শুনিয়া তাঁহার শরীর আনন্দের আতিশয্যে কাঁপিতে থাকে এবং পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া পড়েন। অনন্তর তিনি তাঁহার মুনিবকে ঐ সংবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ঐ মুনিব তাঁহাকে সজোড়ে ঘুষি মারিয়া বলে, "তা শুনে তোর কী কাজ? তুই নিজ কাজ কর।" সালমান আর কিছু না বলিয়া কাজ করিতে থাকেন। তারপর তাঁহার কাছে যাহা ছিল তাহা দিয়া সালমান কিছু খেজুর সংগ্রহ করিয়া ঐ খেজুর লইয়া কুবা গিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট পৌঁছেন। পরের দিনও সালমান ঐরূপ করেন। প্রথম দিবস সালমান যখন বলেন যে, উহা নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে সাদ্‌কা স্বরূপ দিবার জন্য আনিয়াছেন তখন নাবী সল্লাল্লাহু উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, "আমরা অর্থাৎ নাবীগণ সাদ্‌কা খাই না।" দ্বিতীয় দিবস সালমান যখন বলেন যে, তিনি উহা নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর জন্য হাদীয়াহ স্বরূপ আনিয়াছেন তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উহা গ্রহণ করেন। এইভাবে সালমান খৃষ্টান রাহিবের সব কথাগুলিই বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিল। এখন বাকী রহিল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর দুই কাঁধের মাঝে নুবুওতের চিহ্নটি দেখা। তিনি উহার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খাস মাদীনায় আসিলেন। একদা তিনি একখানা লুঙ্গি পড়িয়া ও একখানা চাদর গায়ে দিয়া তাঁহার কোন সাহাবীর দাফন উদ্দেশ্যে গোরস্থানে যান। তখন সালমান সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে সালাম করেন এবং তাঁহার পেছনে আনাগোনা করিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সালমানের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া চাদরটি ঘাড় হইতে কিছু নীচে নামাইয়া দেন। তখন সালমান দেখেন যে, খৃষ্টান রাহিব নুবুওতের ঐ চিহ্নটির যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহার সহিত উহা হুবহু মিলিয়া যায় এবং তখনই সালমান ইসলাম গ্রহণ করেন।

সালমান মুসলিম তো হইলেন কিন্তু সারা দিন মুনিবের গোলামী করিতে হয় বলিয়া তিনি প্রাণ ভরিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খিদমৎ করিতে পারেন না। এই অভিযোগ তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট করিতে থাকেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সালমানকে এই নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁহার মুনিবের নিকট মুক্তিমূল্যের বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্তিদানের প্রস্তাব করেন। য়াহুদী মুনিব তাহাতে সম্মত তো হইল কিন্তু যতই হৌক য়াহুদী য়াহুদীই। সে এমন মুক্তিমূল্য চাহিয়া বসিল যাহা পূর্ণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। মুক্তিমূল্য চাহিল এই, (ক) নগদ ৪০ উকিয়া (৪০ দিরহামে হয় এক উকিয়া কাজেই ৪০×৪০=১৬০০ দিরহাম) বা ১৬০০ দিরহাম বা ঐ ওজন চাঁদি নগদ দিতে হইবে। (খ) খেজুর গাছের তিনশত চারা রোপণ করিয়া সকল গাছ ফলবান হওয়া পর্যন্ত উহার তত্ত্বাবধান করা। এই দুইটি শর্ত পালন করা হইলে সালমান মুক্তি পাইবে। য়াহুদীর ঐ প্রস্তাবটি সালমান নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে জানাইলে তিনি উহাতে সম্মত হইবার জন্য সালমানকে নির্দেশ দেন।

তারপর আসিল শর্ত পালনের পালা। নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সাহাবীদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা যেন চারাগাছ দিয়া সালমানকে সাহায্য করেন। ফলে কেহ ত্রিশ, কেহ বিশ, কেহ পনেরো এবং কেহ দশটি চারাগাছ সালমানকে দেন। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সালমানকে তিনশত গর্ত খুঁড়িতে বলেন এবং ইহাও জানাইয়া দেন তিনি স্বয়ং গিয়া ঐ চারাগুলি রোপণ করিবেন। বাকী বিবরণ এই হাদীসেই রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ২৯৯টি চারাগাছ রোপণ করেন। কিন্তু কোন এক ফাঁকে হযরৎ উমর একটি চারা গাছ রোপণ করিয়া ফেলেন। কয়েক মাস পরে মুকুল আসার সময় দেখা গেল যে, একটি গাছ ছাড়া সকল গাছেই মুকুল আসিয়াছে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ঐ অসময়েই ঐ চারাগাছটি উঠাইয়া লইয়া আবার তখনই উহা ঐখানে রোপণ করেন। কয়েকদিন পরে উহাতেও মুকুল ধরিল এবং পূর্ণ এক বৎসর যাইতে না যাইতেই বাগান তৈয়ার হইল। বাকী রহিল নগদ শোধ করা। তাহার ব্যবস্থা যে ভাবে হইয়াছিল তাহা এই যে, একজন সাহাবী কোন এক খনিতে একখণ্ড স্বর্ণ পাইয়া উহা নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেন। তখন তিনি সালমানকে স্মরণ করিলে সালমানকে ডাকিয়া আনা হয়। সালমান উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁহাকে ঐ স্বর্ণখণ্ড দিয়া বলেন, "যাও ইহা দিয়া তোমার দেনা পরিশোধ কর।" তাহাতে সালমান বলেন, "আল্লার রাসূল, আমার দেনার সামনে ইহা তো কিছুই নয়।" তিনি বলেন, "ইহা দ্বারাই আল্লাহ তোমার দেনা পরিশোধ করিয়া দিবেন"। অনন্তর ঐ স্বর্ণখণ্ড ওযন করিয়া য়াহুদীকে দেওয়া হইল এবং উহাই তাঁহার দেনার জন্য যথেষ্ট হইল। এই সালমান মুক্তিলাভ করেন।

তৎকালীন উকিয়া ও সোনা চাঁদির অনুপাত সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন হওয়ায় তাহা এখানে বলা হইতেছে।

সেকালের রৌপ্যমুদ্রাকে 'দিরহাম' এবং স্বর্ণমুদ্রাকে 'দীনার' বলা হইত। বহুল প্রচলিত প্রমাণ আকারের দিরহামের ওযন ছিল বর্তমান তিন মাশা বা চারি আনি ওযনের কিছু বেশী। সেই হিসাবে যাকাতের নিসাব ৫ উকিয়া (৪০×৫=২০০) বা ২০০ দুই শত দিরহামের ওযন ধরা হয় ৫২॥ সাড়ে বায়ান্ন তোলা। তারপর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রৌপ্যেরই উকিয়া হয়; স্বর্ণের উকিয়া হয় না। সালমানের দেনা ছিল ১৬০০ দিরহাম (২০০×৮)। কাজেই সালমানের দেনা রৌপ্যের ওযনে দাঁড়ায় ৫২॥×৮=৪২০ চারিশত কুড়ি তোলা রৌপ্য। তারপর সেকালে রৌপ্য ও স্বর্ণের সাধারণ অনুপাত ১ : ৭ ছিল বলিয়া সালমানের দেনার স্বর্ণের ওযন দাঁড়ায় ৪২০÷৭=৬০ তোলা স্বর্ণ। সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু খান্দাক যুদ্ধের পূর্বে মুক্ত হইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খিদমতে সকল সময় অবস্থান করিতে থাকেন। উহা দেখিয়া অনেকেই সালমানকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিত।

সাহীহ বুখারীর ৫৬২ পৃষ্ঠায় আছে, সালমান বলেন যে, তিনি তেরো বা ততোধিক মুনিবের হাতবদলী হন। উপরে তাঁহার জীবনের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে পাঁচজন খৃষ্টান, দুইজন য়াহুদী ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এই আটজনের উল্লেখ পাই। বুখারীর হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, আরও কমপক্ষে পাঁচজনের গোলামী তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল।

আরবের মুশরিকদের সম্মিলিত দল যখন মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন সালমানের পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাদীনার অরক্ষিত পূর্ব ও দক্ষিণ সীমানা ধরিয়া পাঁচ গজ প্রস্থ ও পাঁচ গজ গভীর পরিখা খনন করেন। উহার পর যখনই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম জিহাদে যান তখনই সালমান তাঁহার সহগামী হন। সালমানের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যাহা বলেন তাহা নিম্নে বলা হইল। একদা হযরৎ আবু বাকর সালমানের কোন কথার প্রতিবাদ করিলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আবুবকরকে বলেন, "তুমি সম্ভবতঃ উহাদিগকে নারায করিয়াছ। যদি তাহারা নারায হইয়া থাকে তাহা হইলে আল্লাহ তোমার প্রতি নারায হইবেন। তখন আবুবকর সালমানের নিকট গিয়া নিজ প্রতিবাদের জন্য ত্রুটি স্বীকার করেন। আর একবার নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "জান্নাৎ তিনজনের আগমনের জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। তাহারা হইতেছে আলী, 'আম্মার ও সালমান। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আরো বলেন, আমার রব আমাকে জানান যে, তিনি চারিজনকে ভালবাসেন এবং আমাকে আদেশ করেন ঐ চারিজনকে ভালবাসিতে। তাহারা হইতেছে আলী, আবু যর, মিকদাদ ও সালমান।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

—সৈয়েদ রশীদুল হাসান
(রিটায়ার্ড ডষ্ট্রিক্ট জজ)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রসঙ্গে

পাক-ভারতের মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী কেন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির কোনই অবকাশ নাই। তারা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানগণ নিজ ধর্ম, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য রক্ষা করে বসবাস করতে পারবেন না। তাই তারা মরহুম কায়েদে-আজমের মহান নেতৃত্বে এমন একটি স্বাধীন আবাসভূমির দাবী তুলেছিলেন, যেখানে তারা তাদের ধর্ম ও আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন এবং জীবন যাপন করতে সক্ষম হবেন। এই দাবীর জন্য তারা সকল প্রকারের ত্যাগ স্বীকার করতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। বহু বাধা-বিঘ্ন সত্বেও আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এবং মরহুম কায়েদের অতুলনীয় দক্ষতা ও অসাধারণ নেতৃত্ব গুণে সে দাবী পুরাপুরি গৃহীত না হলেও আংশিক ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র অঙ্কিত হলো। যদিও তখনকার জন্য সর্ব কনিষ্ঠ, তা সত্বেও এটিই হলো সবচাইতে বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র।

সুতরাং পাকিস্তান যে একমাত্র ইসলামের মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কায়েম হয়েছিল, সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। এটাই ছিল প্রত্যেকটি ধর্মপরায়ণ মুসলমানের মনের আকাঙ্খা, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। যদিও এটাই ছিল প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য (direct object) তবু একথা অস্বীকার্য্য যে, এর পিছনে ছিল আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ উদ্দেশ্য (indirect aim) এবং তা ছিল অতি সুদূরপ্রসারী—(wide and far reaching)। এই মহান পরোক্ষ উদ্দেশ্যটি হচ্ছে : কেবল পাকিস্তানেই নয়, সমগ্র দুনিয়া জুড়ে ইসলামের মহান শিক্ষা বিস্তার করা, ইসলাম প্রচার করা, ইসলামের আলো চারিদিকে বিকীরণ করা এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে দুনিয়ার মানব মণ্ডলীকে আহ্বান করা। কিছু সংখ্যক লোককে ইসলামে দীক্ষিত করাই ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুনিয়ার মানুষের হিতার্থে এবং তাদের দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তির জন্য, তৌহীদের বাণী, আল্লাহর হেদায়ত, শান্তি ও মুক্তির পয়গাম সকলের সামনে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে তুলে ধরা। মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক আর নাই করুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যকতা নেই—ধর্মে যবরদস্তি নেই لا اكراه في الدين মুসলমানদের এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং দায়িত্ব কেবল সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া—وما علينا الا البلاغ (এবং পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই)।

আল্লাহর নির্দেশ ও হুকুমানুযায়ী এ সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের উপর ফরয, কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার কোন মুসলিম রাষ্ট্রই সত্যিকার ভাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ মহান কর্ত্তব্য পালন করছেন না। এই ব্যাপক আদর্শচ্যুতির ফলেই আজ মুসলিম জগতের বর্তমান দুর্দশা এবং দুনিয়া জুড়ে অশান্তির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। কারণ যাদের হাতে শান্তির চাবি তারা তালা বন্ধ করে বসে আছেন।

এই আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই হয়েছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের আদর্শ রূপায়িত করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই পাকিস্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। এই মহান উদ্দেশ্যটি সেকালের পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রত্যেকটি সত্যিকার মুসলমানের প্রাণে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। যথাসর্বস্বের বিনিময়েও এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জান-মাল পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। মুসলমানদের এই অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; তাই তারই বিশেষ মেহেরবানী স্বরূপ পাকিস্তান হাসিল হয়েছিল। আল্লাহ চেয়েছিলেন—لننظر كيف تعملون "দেখতে, পরীক্ষা করতে, তোমরা কেমন আমল কর—কেমন ব্যবহার কর?"

কিন্তু আজ আমাদের কার্য্যকলাপ—আমল-আখলাক কী? পাকিস্তান আজ বিশ বছর অতিক্রম করছে। দেখার ও চিন্তার বিষয়, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উপরোক্ত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান কতটুকু সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছে, পাকিস্তানী মুসলমানগণ তাদের নিজ নিজ জীবনে ইসলামের আদর্শ কতটুকু রূপায়িত করেছেন ইসলাম প্রচারে পাকিস্তান কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং পাকিস্তান কায়েমের উদ্দেশ্য কতটুকু সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে?

এ সমস্ত প্রশ্নের পরীক্ষা, নিরিক্ষা এবং যাচাই করতে হলে দুটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের অতি সুস্পষ্ট ধারণা (clear conception) থাকা চাই। প্রথম, ইসলামী রাষ্ট্র কী? দ্বিতীয়, ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ কী?

প্রশ্ন দুটিই অতি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে প্রশ্ন দুটির উপর গভীর ভাবে চিন্তা এবং আলোচনা আর সেই আলোচনার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপন্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। এখানে আমি সেই আলোচনাই করব।

ইসলামী রাষ্ট্র কী?

সমস্ত দুনিয়াই আল্লাহর সত্ব স্বামিত্ব, আল্লাহর মিলকিয়্যৎ বা খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত দুনিয়ার এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে, তৎসমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র তিনিই, তাই এ সমস্তের আদি মালিকও তিনিই। দুনিয়ার যে সমস্ত স্থান অবিশ্বাসী নাস্তিকদের অধীন, তাতেও প্রকৃত প্রস্তাবে রয়েছে আল্লাহরই মিলকিয়্যৎ'—তারা তা স্বীকার করুক আর নাই করুক। তারা এ সমস্তের বা এর কণামাত্র অংশেরও সৃজনকারী নন—এমন দাবী তারা করতেও পারেন না। মুসলমানগণ এটা স্বীকার করতে বাধ্য। অবশ্য আজকাল যারা নামে মুসলিম কিন্তু বিশ্বাসে ও কাজে কম্যুনিষ্ট—যারা সমাজবাদের মহিমাপ্রচারে আদা জল খেয়ে লেগেছে এবং ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

যাহোক, সৌভাগ্য বশতঃ, পাকিস্তানে বাতিল শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রস্তাবে এবং বর্তমান শাসনতন্ত্রেও এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান আল্লাহরই মিলকিয়্যতের রাষ্ট্র এবং সার্বভৌমত্বও আল্লাহরই (sovereignty belongs

www.ahlehadeethbd.org

Contents

to Allah) পাকিস্তানের নামও দেওয়া হয়েছে : The Islamic Republic of Pakistan —ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান।

'সৌভাগ্য বশতঃ' শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হয়ত অনেকেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। একথা কারও অজানা নয় যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে এমন একটি সময়ও এসেছিল যখন পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হবে কিনা এবং এতে ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তিত হবে কি না এবং এর শাসনতন্ত্র ইসলামী ধরণের হবে কি না— সে সম্বন্ধেও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল এক শ্রেণীর অনৈসলামিক ভাবাপন্ন নেতার কল্যাণে।

কিন্তু মুসলিম জন সাধারণের মতের চাপে এবং কিছু সংখ্যক ইসলাম-ভাবাপন্ন নেতার চেষ্টায় অবশেষে আমরা একটি 'কতকটা' ইসলামী ধরণের শাসনতন্ত্র হাসিল করতে পেরেছিলাম ১৯৫৬ সালে। কিন্তু সেই শাসনতন্ত্রের ইসলামী ধারাগুলো কার্যে পরিণত (implement) করা আবার একটা মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পশ্চাত্য শিক্ষিত বুটিশ ঘেষা কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র শাসকের পক্ষে এটা হয়ে উঠল একটা মস্ত বড় মাথা ব্যথা। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা ছিলেন তাদের অগ্রদূত। সঙ্গে সঙ্গে আবার আরম্ভ হলো নেতাদের মধ্যে দলাদলি, রেষারেষী ও কোন্দল। পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার ডিপুটি স্পীকার মিঃ শাহেদ আলী পরিষদ কক্ষে আহত হয়ে তার প্রাণ হারালেন। শেষটায় সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে পাকিস্তান ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা পেল। প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাকিস্তানীরা ঋণী। কিন্তু তিনি যে শাসনতন্ত্র জাতিকে প্রদান করলেন তা সত্যিকার আদর্শ ইসলামী শাসনতন্ত্র হতে বড় দূরে।

পূর্বেই বলা হয়েছে এবং এই শাসনতন্ত্রেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মিলকিয়াৎ বা সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহরই এবং এখানে কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না—কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এটাই যথেষ্ট নয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা অনস্বীকার্য্য যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহরই রাষ্ট্র এবং আল্লাহর রাষ্ট্রে মুসলিম অধিবাসীগণ আল্লাহরই প্রতিনিধি—তাঁরই খলীফা। এ আল্লাহরই ঘোষণা—পবিত্র কোরআনের শিক্ষা। সত্যিকার মুসলমানগণ এটা অস্বীকার করতে পারেন না—করেনও না।

انى جاعل فى الارض خليفة

"আমি দুনিয়াতে (আমার) প্রতিনিধি—খলিফা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি"। আল্লার এ ঘোষণা অনুযায়ী সকল মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আর কেহ স্বীকার করুক আর নাই করুক মুসলমানগণ এটা স্বীকার করতে বাধ্য।

সুতরাং আল্লাহর প্রতিনিধি মুসলমানগণকে তাদেরই প্রভু রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে তাঁরই নাযিল তাঁরই আইন-কানুন হুকুম-আহকাম অনুসারে, তাঁরই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। তাই আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রতিনিধিদের জন্য বিধি-বিধান দান করেছেন যেন তাদের আঁধারে হাতড়াতে না হয়। কিন্তু অতি দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সকল পর্য্যায়ে এবং সকল ক্ষেত্রে, আল্লাহর বিধানানুযায়ী শাসন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার্য্য পরিচালনা করছেন না। এমন কি মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসমূহও এ ব্যাপারে ইসলামের আদর্শ হতে অনেকখানি বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র সৌদী আরবেই কোরআনের আইন প্রচলিত আছে।

যারা ঐশী বিধানানুযায়ী শাসন ও বিচারকার্য্য পরিচালনা করে না, আল্লাহ তাদেরকে 'কাফের' 'ফাসেক' ও 'যালেম' বলে অভিহিত করেছেন। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

সেরা সৃষ্টি—আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত

পূর্বেই বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহই সকল সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা ও সত্বাধিকারী বা মালিক এবং মানুষই আল্লাহর সেরা সৃষ্টি আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত (اشرف المخلوقات)। জীব-জগতের মধ্যে কেবলমাত্র মানুষকেই আল্লাহ বিবেক, বুদ্ধি, বিবেচনা, চিন্তাশক্তি, ভালমন্দ তারতম্যের ক্ষমতা এবং বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান করেছেন। যেহেতু স্বীকৃত মতেই মানুষ এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই স্বভাবতঃই মানুষের কাছ থেকেই এটা আশা করা যায় যে, তারা ভালমন্দ তারতম্যের শক্তি প্রয়োগ করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যা অর্জন করে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে নিজেদেরকে সকল প্রকার মন্দ, গর্হিত ও লজ্জাকর কার্য্যকলাপ হতে দূরে রেখে সুপথগামী করবে।

আল্লাহ মানুষকে কেবল এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য দান করেই ছেড়ে দেন নাই। তাদিগকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন মানুষের নিজেদেরই মধ্য হ'তে। আবার নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে ঐশী হেদায়তও প্রদান করেছেন, যা অবলম্বন করে জীবন পথে অগ্রসর হলে মানুষ কখনও পথ-ভ্রষ্ট হবে না এবং তার কোন ভয়-ভীতি, কষ্ট-ক্লেশের কারণ থাকবে না। পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

فاما يتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠

"এবং যখন নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়ত পৌঁছবে, তখন যারা সেই হেদায়ত অনুসরণ করে চলবে, তাহাদের কোন ভয় নাই, ভীতি নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

এটাই ছিল বুনিয়াদী 'হেদায়ত' যা আদি পিতা এবং মানুষের প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের উপর নাযিল হয়েছিল এবং এই হেদায়ত পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল নবী-সম্রাট শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেরিত ওহীতে।

উপরের আলোচনাটুকু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানুষের উপর আল্লাহর বিশেষ দানগুলো পর্য্যায় ক্রমে নিম্নরূপ :

১। বিবেক, বুদ্ধি বিবেচনা, চিন্তা শক্তি, ভাল-মন্দ তারতম্যের ক্ষমতা, জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের যোগ্যতা ইত্যাদি প্রদান।

২। আল্লাহর নবী ও রসূলগণকে পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ।

৩। ঐশী হেদায়ত পথ নির্দেশ এবং,

৪। ঐশী আইন কানুন, বিধি-বিধান প্রদান।

এ সমস্তই মানুষের জন্য আল্লাহর দান। এহেন মহা মূল্যবান দান দ্বারা অনুগৃহীত করার পর আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন :—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"অতি পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর হাতে (নিরঙ্কুশ) রাষ্ট্র ক্ষমতা (মুল্‌ক ملك) এবং তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, যিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেছেন পরীক্ষা করতে তোমাদের মধ্যে কর্মের (আমলের) দিক দিয়ে সব চাইতে উৎকৃষ্ট কে "(৬৭ : ১)।

সুতরাং মানুষের পার্থিব জীবনটা আদ্যোপান্ত একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি অতি ছোট, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা দ্বারা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। উপরোল্লিখিত আল্লাহর মহা মূল্যবান দানসমূহ যথার্থ ভাবে গ্রহণ এবং অবলম্বন করেই মানুষ তাদের প্রভুর সত্যিকার প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং নিজ নিজ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করতে সফলকাম হয়। যে পরীক্ষার জন্য আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সে পরীক্ষায় উত্তির্ণ হতে হলে, আল্লাহর মহাদান সমূহের সদব্যবহার এবং হেদায়ত অবলম্বন করা অপরিহার্য্য।

উপরের আলোচনার পর একথা বলে দেবার দরকার করে না যে, সকল মুসলিম রাষ্ট্রই আল্লাহর আইন কানুন অনুযায়ী পরিচালিত হতে বাধ্য। আল্লাহর আইন-কানুন বলতে কী বুঝায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না, অন্ততঃপক্ষে মুসলমানকে। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কিতাব আল-কোরআন এবং তার নবীর হাদীস সুন্নাহই সেই আইন কানুন।

সুতরাং পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহই পাকিস্তানের, তথা সকল মুসলিম রাষ্ট্রের একমাত্র অবলম্বনীয় বিধি-বিধান, আইন-কানুন। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের যে কোন পর্য্যায়েই এমন কোন সমস্যা বা প্রশ্ন নাই যার ব্যবস্থা ও বিধান কোরআন এবং সুন্নাহ দান করতে অক্ষম। যদিই বা এমন কোন প্রশ্ন উঠে যার উত্তর কোরআন বা সুন্নাহর প্রত্যক্ষ বিধানে নাই, কোরআনের মূল নীতি এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজমা ও ইজতিহাদের সাহায্যে তার সমাধান অতি সহজ। প্রয়োজনে কেবল সদিচ্ছার (sincerity) এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর নির্ভরের।

ঐশী বিধানানুযায়ী অনুশীলন

পূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে, যারা ঐশী বিধানানুযায়ী ইনসাফ ও শাসনকার্য্য পরিচালনা করে না, তাদের আল্লাহই 'কাফের' (অবিশ্বাসী), ফাসেক (অবাধ্য) এবং যালেম (অত্যাচারী) বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'তৌরাত' ও ইঞ্জীল সম্বন্ধে অনুরূপ ঘোষণা করে আল্লাহ বলেছেন :

তৌরাত

"যথার্থই আমি তৌরাত নাযেল করেছিলাম—তাতে ছিল 'হুদা' (هدى) এবং নূর—হেদায়ত ও আলো, এতদ্বারা আত্মসমর্পনকারী নবীগণ, 'রব্বী' (ইহুদী আলেমগণ এবং 'আহবার') ইহুদী আইনবিদগণ (Doctors of law) ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনসাফ ও শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন, তাদের উপর ন্যস্ত ছিল আল্লাহর কিতাবের হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব এবং তারা এ সম্বন্ধে সাক্ষ্যদানকারী ছিল। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকেইই ভয় কর এবং আমার নিদর্শন সমূহ (বিধান) সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেল না—এবং যারা আল্লাহ যা (বিধান) নাযিল করেছেন এতদ্বারা হুকুম—বিচারকার্য্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিচালনা করে না—যথার্থই তারা 'কাফের' ছাড়া আর কিছুই নয়।" ৫ : ৪৭

এবং তাতে (তৌরাতে) আমরা তাদের জন্য বিধান দান করেছি (যথা)—"প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, জখমের বদলে সম পরিমাণ জখম'—কিন্তু যদি কেহ (দয়া পরাবশ হয়ে—out of Chariy or compassion) প্রতিশোধ নেওয়া হতে বিরত থাকে তবে তা তার জন্য 'কাফ্ফারা'—আত্মশুদ্ধির উপকরণ এবং যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদ্বারা হুকুম-ইনসাফ কায়েম করে না, তারা 'যালেম' ছাড়া আর কিছুই না।" ৫ : ৪৮

ইঞ্জীল

"এবং তাদের পাদ-পশ্চাতেই আমরা মরীয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি, তার পূর্ববর্তী তৌরাতের সত্যতা সমর্থন করে, এবং তাকে দিয়েছি 'ইঞ্জীল'—এতেও ছিল 'হুদা' এবং নূর—হেদায়ত ও আলো এবং তার পূর্বেকার তৌরাতে যা ছিল তার সত্যতার সমর্থন ও 'হুদা' এবং মুত্তাকীদের জন্য হিতোপদেশ।"—৫ : ৪৯

যেন ইঞ্জীলধারীগণ আল্লাহ তাতে (ইঞ্জীলে) যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে হুকুম—শাসন করেন এবং যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেমতে হুকুম করেনা তারা 'ফাসেক' অবাধ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ৫ : ৫০

কোরআন

"এবং আপনার কাছে (হে মুহাম্মদ সঃ!) আমরা কিতাব নাযিল করছি সত্যসহ পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে এবং তার সংরক্ষণ—হেফাজতকারী হিসেবে, সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদ্বারা তাদের (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) মধ্যে হুকুম বা ইনসাফ কায়েম করুন—বিচারকার্য্য পরিচালন করুন এবং তাদের (খামখেয়ালী) বাসনার অনুসরণ করবেন না, যে সত্য আপনার কাছে আছে, তা হতে বিচ্যুত হয়ে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমরা শরীয়ত বিধান ও পরিষ্কার পথ প্রদান করেছি এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহ'লে তোমাদের সকলকে একই জাতি—সম্প্রদায়ভুক্ত করতে পারতেন কিন্তু তার ইচ্ছা (পরিকল্পনা) হচ্ছে তোমাদিগকে তিনি যা দিয়েছেন তা দ্বারা পরীক্ষা করা—সুতরাং সৎকার্য্যে (সকল প্রকার ভাল এবং জনহিতকর কার্য্যকলাপে) প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হও, (কারণ) তোমাদের সকলের শেষ প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই-কাছে। তারপর তিনি তোমরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের এবং ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি করেছ, সে-সমস্তের সত্যতার খবর তোমাদের দান করবেন (তখন তোমরা তোমাদের ভুল-ত্রুটী বুঝতে পারবে—কিন্তু তখন তা কোন কাজে আসবে না—সুতরাং পূর্ব থেকেই সতর্ক হয়ে যাও)" ৫ : ৫১

আল্লাহর এ সমস্ত নির্দেশ হতে পরিষ্কার ভাবে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের পরিচালকগণ ঐশী বিধানানুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালনা করে না, তারা কাফের' ও 'যালেম' বা ফাসেকের পর্যায়ভুক্ত। কী সাঙ্ঘাতিক সতর্ক বাণী।

এ সংশ্রবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের মীমাংসার বিরোধিতা সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

—ডক্টর এম. আবদুল কাদের

পর্দার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পর্দার স্বরূপ ঃ হ্যারেম বা পর্দা জীবন, এমন কি অবরোধ জীবন সত্যই কি নিরানন্দময়? ইহা কি বাস্তবিকই বহু পত্নীর সমষ্টি ও নারী-কারাগার কিংবা স্বাস্থ্য ও উন্নতির পরিপন্থী? হ্যারেম শব্দটি আসিয়াছে আরবী 'হারাম' হইতে। ইহার অর্থ নিষিদ্ধ—যাহা কিছু দেখিতে বা ছুঁইতে নাই। Seclusion or privacy অর্থাৎ গোপনীয়তা অর্থ ধরিয়া জনানা বা অন্দরমহল বুঝাইতে কথাটার প্রচলন হইয়াছে। সেখানে বহু পত্নী থাকিবে এমন কোন কথা নাই। তবে মাতা, ভগিনী, দাসী, চাকরাণী প্রভৃতিসহ বহু নারী থাকিতে পারে এবং থাকেও। পর্দার দুইটি বিশেষ সাংকেতিক অর্থ আছে। গৃহদ্বারে লম্বমান থাকিয়া ইহা পরপুরুষদের জানাইয়া দেয়, এখানে আসিও না, ইহা পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ ইহা সমস্ত পুরুষকে বলিয়া দেয়, তোমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে, আমাদের ভিতরে। বস্তুতঃ পর্দা কেবল নর-নারীর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন নহে, শ্রমবিভাগেরও নিদর্শন এবং এখানেই ইহার প্রধান গুরুত্ব। গৃহে কর্তৃত্ব করে বলিয়াই গৃহিণীর আর এক নাম কর্ত্রী বা housewife, কর্তার পত্নী বলিয়া নহে। চীনেই নারীর অধীনতা সর্বাপেক্ষা অধিক। তথাপি সেখানে বধূর না হইলেও মাতার কথাই বেশী খাটে (u. h. w. v. 3578)। "জাপানী নারীর কাজের বহর দেখিলে তাহাকে দাসী বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু আসলে তাহারা রাণী; রান্নাঘরের রাজতখ্‌তে বসিয়া বেশ নিপুণতার সঙ্গেই তাহারা তাহাদের রাজদণ্ড পরিচালনা করে" (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৭; ১৮৯ পৃঃ)। বাহিরে যাইতে বাধা দিলে পারসিক পত্নীরা স্বামীকে জুতাপিটি দিতেও কসুর করে না (Pictures of women, 76)। গৃহকার্য্য ও আহার নিদ্রা ভিন্ন তাহাদের আর কোন কাজ নাই বলিলেও হয় (Persia and its peoples, 24)। পাঞ্জাবের আয়ইলেরা স্ত্রীকে খুব খাটায় এবং সময় সময় মারধরও করে। তথাপি গৃহস্থালীর ব্যাপারে সাধারণতঃ তাহাদের কথাই চরম। এজন্যই "হুকুম-ই-জরুজী বেহাজ হুকুম-ই-খুদা" (স্ত্রীর হুকুম খুদার হুকুমেরই শামিল) এই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূল নীতির (Basic principle) প্রতি মুসলিম সমাজ ও মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ٠

"আল্লাহ এবং তদীয় রসূল তাদের যে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দান করেছেন, সে সম্বন্ধে কোন মোমেন পুরুষের বা কোন মোমেন স্ত্রীলোকে মতান্তর করার কোনই অধিকার নাই। এবং যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হয় তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে—ভ্রষ্টতায় বিচরণ করে। (৩৩ ঃ ৩৬)

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ কি এবং তার শাসন পদ্ধতি কি হবে, তা মোটামুটি উপলব্ধি করা যায়। এখন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

—ক্রমশ ঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি (Malcolm Lyall Darling, Rusticus Loquitor, 208)। বস্তুতঃ "নারী জাতি সম্পর্কে আরব প্রথা আদৌ অত্যাচারমূলক নহে (ডেভ্‌পার)। ইউরোপের নারীদের ন্যায়ই তাহারা আদর যত্ন পায়; তাহারা অসুখী নহে (Major Arthur Glean Leonard, Islam : her moral and spiritual value, 129, 130)। উড সাহেব প্রমাণিত করিয়াছেন যে, অবরোধে নারীর প্রভাব প্রতিপত্তি না কমিয়া বরং আরও বৃদ্ধি পায় (Rajsthan, i, xxi)।

মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় সর্বত্রই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা। ক্রমে সবকিছুই গা-সহা হইয়া যায়। পারস্যের রমণীরা তাহাদের অবস্থাকে মনে করে কিসমত বা ভাগ্য বলিয়া। মিসরের পর্দানশীন মহিলারাও নিজেদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট নহেন, বরং অধিক স্বাধীনতা দিলে মনে করেন, স্বামী তাহাদের উপেক্ষা করিতেছেন (Pictures of women, 8)। সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে যুবতীরা তাহাদের অবরোধকে প্রেম ও আদরের নিদর্শন বলিয়াই মনে করে (Urlin, 79)। সর্বত্রই নারী-চিত্ত একইরূপ। অবরুদ্ধা সুন্দরী মেয়েরা তালা বা বেড়া ভাঙ্গিয়া পালাইয়া যায় না, বরং অভ্যাসের বশে কোন অধিকার নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করে না এবং স্বামীর আগমন পর্যন্ত গুইয়া বসিয়া কাল কাটাইয়া দেয়। অথচ তথাকথিত স্বাধীন ইউরোপীয় মেয়েদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হয়। লেডী ডাফারিন প্রভৃতি বহু ইউরোপীয়ান উচ্ছ্বসিত ভাষায় পাক-ভারতীয় নারী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা স্বামীদের **ভেড়া বানাইয়া রাখে বলিয়াই** 'স্ত্রৈণ' কথাটার উদ্ভব হইয়াছে।

গৌরবের যুগে এমন কি কঠোর অবরোধও নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা উন্নতির অন্তরায় হয় নাই। ঐতিহাসিক এস, পি স্কটের মতে হক (?) হ্যারেমের মহিলারা তখন যে সকল গুণ ও বিদ্যায় বিভূষিতা হইতেন, লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মেয়েরা আজিও তাহার বড়াই করিতে পারেন না। হিন্দুস্তানেও তখন যীব্‌ন্নেসার ন্যায় কবি ও গুলবদনের ন্যায় ইতিহাসবেত্তার অভ্যুদয় হয়। পর্দার সহিত উন্নতির কোন সম্পর্ক থাকিলে প্রশ্ন করা যায়, অসভ্য জাতিগুলিও পর্দা করে না, তবে তাহারা উন্নত হয় না কেন ? জাপানে প্রতি ১৩০ জনে এক জনের যক্ষ্মা হয় কেন? ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানদের মধ্যেই বা এই রোগের হার মুসলমানদের চেয়েও অধিক কেন ? "পর্দা পর্দা" করিয়া যাহাদের চক্ষে পর্দা পড়িয়া গিয়াছে তাহারাই পর্দার ভিতরে নিজ অমঙ্গলের কাল্পনিক ভূত দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান প্রসূতী ও শিশুদের রোগ ও অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ দারিদ্র্য—উপযুক্ত পথ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য এবং আলো বাতাসযুক্ত গৃহ ও অতীতের মুক্ত প্রাঙ্গণের অভাব, পর্দা নহে। ইহা নিরানন্দময় কারাগার হইলে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সভ্য জগতে সগৌরবে টিকিয়া থাকিতে পারিত না। পাশ্চাত্যের যে সকল জাতি পর্দা ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের নেতা ও মনীষীরাই যে এখন আবার মেয়েদের ঘরে ফিরাইয়া নেওয়ার প্রচেষ্টায় নিরত হইয়াছেন তাহাই ইহার মহোপকারিতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বেপর্দার পরিণাম : সত্য বটে, পাশ্চাত্যের বহু জাতি এবং তাহাদের দেখাদেখি মুসলমান অমুসলমান অনেক প্রাচ্য জাতিও পর্দা ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি মঙ্গল হইয়াছে? মানুষের উপর খাদ্যের চেয়েও কাম-প্রবৃত্তির প্রভাব অধিক। মানুষ খাইবার জন্য বাঁচেনা, বাঁচিয়া থাকিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্যই খায় (Abul Hashem, Creed of Islam, 98)। তজ্জন্য যেখানেই নর-নারীর অবাধ মিলন ঘটিয়াছে সেখানেই সমাজ দুর্নীতির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। রোমের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত মহিলা মায় সম্রাজ্ঞী পর্যন্ত মল্লযুদ্ধ দেখিতে গিয়া বিজয়ী বীরদের প্রেম যাচ্ঞা করিতেন। মার্কাস অরে-লিয়াসের পত্নী ফ্যাটিনা, ক্লডিয়াসের পত্নী কুখ্যাত মেসা-লিনা, ২য় জাষ্টিনিয়ানের রাণী সোফিয়া, ৯ম কনস্টান-টাইনের কন্যা জো প্রভৃতি স্বামীকে অপসৃত করিয়া বা করাইয়া উপপতিদের রাজ্য দান করেন। অন্যত্রও এভাবে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটে। রুশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্কাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটী ইউরোপীয় দেশের রাজ পরিবারের ইতিহাস এইরূপ কেলেঙ্কারীপূর্ণ। প্রায় সর্বত্রই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, নৈতিক অধঃপতন ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধের মূলে রহিয়াছে নারী। আইনতঃ চিরকুমার থাকিতে বাধ্য বলিয়া বিপুল সংখ্যক পাদ্রী রমণীর সতিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক মহামারী হইয়া দাঁড়ায়। অসংখ্য সন্ন্যাসীমঠ ও সন্ন্যাসিনী-মঠ বেশ্যালয়েরও নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। (Lecky, History of European Morals, vol. i, 119, ix. 4. w. vii, 171, 139, 140 Walther. 31)।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভিয়েনার মেয়েরা প্রকাশ্যে উপপতি রাখিত। ফ্রান্সের অধিকাংশ বিবাহিতা মেয়েরই 'প্রণয়ী' থাকিত। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের যুগে এমন কি মাতৃত্বের দাবীও তাহাদের পবিত্রতা রক্ষায় সমর্থ হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মদ ও নারীর দরুণ জার্মানীর উচ্চ সমাজে বিবাহের ইজ্জত নষ্ট হইয়া যায়। কিছু কাল পূর্বেও সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জারজ সন্তান প্রসব সম্মানিত দুর্ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত (W. ix. W. vii, 3937, 4249, 3967, Sexual Reform congress, 153)।

ক্রমাগত চারিজন রাণী প্রধান পুরোহিতের দুর্নীতির কবলে পতিত হওয়ায় জাপানীরা আর কোন রমণীকে রাজ্য দিবেনা বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। এইরূপে নারীর পাপে একটা দেশের রাজদণ্ড চিরতরে তাহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়ে (Sampson : Japan, 179-181)। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর লীলাখেলার ফলে বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের সমাধিও অল্পকালের মধ্যেই রচিত হয়। লক্ষ্মণ সেনের সময় গোটা ভারত বর্ষটাই ব্যভিচারের নিকেতনে পরিণত হয়। ধর্ম পর্যন্ত যৌন ব্যাভিচারে কলুষিত হয়। দেব-মন্দির গাত্রে যৌন বিষয়ক মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয় (দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ৫৬৮ ও ৫০৪—৫ পৃষ্ঠা)। ফলে মুসলমান আক্রমণ তাহারা সফলতার সহিত বাধাদিতে পারে নাই। দুশ্চরিত্র জাতি কবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে?

পর্দা ছাড়িয়া মুসলমানদেরও কি ভাল হইয়াছে? "পাশ্চাত্য রীতি নীতি আমদানীর ফলে তুর্কীদের মধ্যে পাশ্চাত্যের পাপাচার ও ব্যভিচার ঢুকিয়াছে" বলিয়া হালিদা এদিব হানুম স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন (Turkey faces West, 229)। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে যার তার সঙ্গে মেলা-মেশা করায় পারস্যের নারীদের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে (শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, প্রবাসে, ১৫৫ পৃষ্ঠা)। আফগানিস্তানের আংশিক আলোকপ্রাপ্তা নারীদের অবস্থাও তাই (p. w. iii. 257)। পাক-ভারতও খুব পশ্চাতে নাই, সম্ভবতঃ ইহাদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর সংখ্যা রঙ্গপুর কলেজ ম্যাগাজিনে পূর্ব পাকিস্তানকে Devilistan বা শয়তানের মুল্লুক নাম দিয়া যে শ্লেষপূর্ণ নাটিকা বাহির হইয়াছে তাহার অঙ্গুষ্ঠাঘাতে আমাদের সমাজ পতিদের চৈতন্যোদয় হইলেই মঙ্গল।

নারী প্রগতি ঃ অতীতের চেয়ে বর্তমানেই বেপর্দার দাপট বেশী। ইহার গালভরা নাম নারী-প্রগতি, অনেকেই জানে না যে, ইহা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলন। ইউরোপ নারীকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে শিল্প বিপ্লবের পরে নিছক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, তাহাদের প্রতি কোন মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নহে। নর নারীর তুল্যাধিকারের দাবী প্রথম হইতেই শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী-প্রগতির প্রধান উদ্যোক্তা মেরী উলষ্টোন ক্রাণ্টের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থাৎ তিনি চান মেয়েদের জন্য পুরুষের ন্যায় তুল্য লাম্পট্য। পক্ষান্তরে তাহার উত্তরাধিকারিণীরা চাহেন নারীর ন্যায় পুরুষকেও নৈতিক শৃঙ্খলে বাঁধিতে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কিন্তু নারীপ্রগতি আবার ভিন্ন পথ ধরিল। অতীতে সতিত্ব রক্ষার কারণ ছিল নরকাগ্নি ও গর্ভের ভয়। ধর্ম নৈতিক গোঁড়ামির পতনে প্রথমটি এবং বিবিধ গর্ভনিরোধক ঔষধ ও যন্ত্রের কল্যাণে দ্বিতীয়টি দূরীভূত হইল। মহাযুদ্ধের চাপে নর-নারী একই গোয়ালে আবদ্ধ হওয়ায় যাবতীয় নীতি-ধর্মের বাধন টুটিয়া যায়। বর্তমান

www.ahlehadeethbd.org

নারী আন্দোলনের নেত্রীদের একমাত্র লক্ষ্য পুরুষের ন্যায় নৈতিক স্বাধীনতায় তুল্যাধিকার। এই অসৎ উদ্দেশ্যেই কপট প্রচারণার জোরে উচ্চ আদর্শ বলিয়া আমাদের যুবক যুবতীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। তাহাদের মতে পবিত্রতা রক্ষার জন্য শিক্ষা ও সদুপদেশই ত যথেষ্ট, মন ভাল থাকিলে বাহিরের বাধার দরকার কি? বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইহার জওয়াব দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে প্রাচ্যে মেয়েদের সতিত্ব রক্ষা করা হইত তাহাদের আটক রাখিয়া, এখনও তাহাই হয়।……পাশ্চাত্যে এই প্রথা কখনও সর্বান্তঃকরণে গৃহীত হয় নাই। সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত যেন বিবাহেতর মিলনের নামে তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।…….কিন্তু ইহার ফল হইয়াছে কতকটা অপ্রত্যাশিত। এই পার্থক্য বিবাহিতা অবিবাহিতা সমস্ত নারীর বেলায়ই সমভাবে বিদ্যমান (Marriage and Morals, 68—70)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিছক শিক্ষা ও নৈতিক উপদেশ ও তথাকথিত মনের পবিত্রতা দেহের পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নহে।

এই নারী-প্রগতি ইতোমধ্যে মানব জাতিকে কোথায় লইয়া গিয়াছে? প্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিদ মঁসিয়ে পল বুরোর মতে কোন কোন দেশে বিবাহের পূর্বে পুরুষ-সঙ্গ করা কুমারীদের একপ্রকার সার্বজনীন অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। অনেকেই বহু পুরুষকে পরীক্ষার পর যাহাকে পসন্দ হয় তাহাকে বিবাহ করে, কাহারও আবার একমাত্র 'নাগর'ও শেষে সরিয়া পড়ে। বন্ধু বান্ধবদের সহিত ক্লাবে গিয়া অনেকে অনুরোধে ঢোঁক গিলে। সংজ্ঞা লাভের পর দেখে তাহাদের পবিত্রতা লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শতকরা ৮০টি যৌন ব্যাধির রোগিনী ডাঃ ডগলাস হোয়াইটের নিকট স্বীকার করে যে, পানোন্মত্তা অবস্থায় তাহাদের দেহে রোগ সংক্রামিত হইয়াছে (Weatherhead, Mystery of Sex, 214—5, 230)। লণ্ডনের এক ১১ বৎসরের বালিকার সহিত ব্যাভিচারকারী দুইটি বালকের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে, কোন এক মহিলা ক্লাবের সদস্যেরা পুরুষের ঘেন্না মাত্র। জনৈক মহিলা বিচারকের মতে আজকের দিনের বহু অবিবাহিতা মেয়েই প্রাচীন রীতির বিচারে বারবণিতার সামিল। হাম্ফ্রিজ নামক ইংল্যাণ্ডের আর একজন জজ বলেন, মফঃস্বলের নানা স্থানে ঘুরিয়া আমি এক শ্রেণীর তরুণীদের লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারা এমনভাবে শিক্ষিতা হইয়া উঠিয়াছে যে, মনে হয় যেন একদল বারাঙ্গনার সৃষ্টি হইয়াছে (মাসিক বসুমতি, চৈত্র, ১৩৪০)।

উল্লালধার বলেন, আমাদের ধনবান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের ছেলেরা প্রায়ই সরল, অনভিজ্ঞা মেয়েদের ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া শেষে তাহাদিগকে বর্জনের অধিকার আছে বলিয়া মনে করে। ইহার একমাত্র পরিণাম আত্মহত্যা বা শিশুহত্যা (Walther 102—3)। ফ্রান্সের নাগরিক আইনের ৩৪০ ধারা অনুযায়ী কাহারও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা বে-আইনী। ফলে শিশুহত্যা, সন্তান নিক্ষেপ ও গর্ভপাতের হার সীমা ছাড়াইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। লণ্ডন ও প্যারিসে যত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার অধিকাংশই জারজ, ইংলাণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রতি আটটীতে একটী জারজ! ডাঃ ক্যাথারিন ডেভিস ১০০০ কুমারীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন তাহাদের মধ্যে শতকরা ত্রিশটি মেয়ে মাত্র যৌন সংযোগ করে নাই, অর্থাৎ সতী নারী প্রায় নাই বলিলেই হয়। হ্যাভেলক এলিসের মতে ১৬ বৎসরের উর্ধ বয়স্কা কোন মেয়েই অক্ষত-যোনি নাই (Sexual Reform Congress, 54)। জার্মানীর অষ্ট্রিয়া আক্রমনের পর সেখানে জন্মসংখ্যা ১৪৬০০০ বৃদ্ধি পায়; তন্মধ্যে ৮৫০০০ই জারজ ও ইহাদের সকলেই ১৬ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকার সন্তান (আজাদ, ৩।৮।৪০ ইং)। ডিন এঞ্জে, বেন লিণ্ডসে, হ্যাভেলক এলিস প্রভৃতি যে সকল মাথা-পাগলা মনীষী এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিক ঠিকানা নাই।

নৈতিক অধঃপতন ভিন্ন বে-পর্দার ফলে অন্যান্য অপরাধও বৃদ্ধি পায়। দণ্ডিতা রমণীদের সংখ্যা প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যেই অধিক। সর্বাপেক্ষা অধিক হইল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বেলজিয়ামে—সমস্ত অপরাধীর ½ ভাগ। বলকান দেশগুলিতে কয়েদীদের একটা বড় অংশই নারী এবং তাহাদের মধ্যে প্রণয়ী বা স্বামীঘাতিনীর সংখ্যাই অধিক (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১)।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সব একাকার হইয়া গিয়াছে। জাপানে নীতি ধর্ম বা সতিত্বের কোন বালাই নাই। কেবল মার্কিন অধিকার-বাহিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতার দরুণ যাহাদের গর্ভ হয়, তাহাদের সংখ্যাই প্রায় দুই লক্ষ। চীনেও ইউরোপীয় সৈন্যদের তৃপ্তিদানের জন্য একদল বালিকার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের নাম বিনোদিনী (Comfort girls)। পর্দা তুলিয়া দেওয়ার পর তুরস্কে নারী প্রগতি একেবারে মিশ্র স্নানের ঘাটে গিয়া হাজির হয়। দেশে মদ্যপান ও ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হয়। শেষে কামালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনসভা মুসলমান রমণীর পক্ষে মিশ্র স্নান দণ্ডনীয় করিয়া এক আইন পাশ করেন (১৯৪২)। মিসরী মেয়েরা কেবল অর্ধ উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেই শিখে নাই, নদী-তীরে ও আর্ট স্কুলে দাঁড়াইয়া আর্মেনিয়ান মেয়েদের ন্যায়ই নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখাইতেও অভ্যস্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমাদের Women Auxilliery force এর প্রধান কাজই ছিল সৈন্যদের দেহক্ষুধা নিবারণ (আনন্দ বাজার পত্রিকা ২২।২।৪৬ ইং)। তখন চাকরী ইত্যাদি উপলক্ষে সৈন্য, উপরওয়ালা প্রভৃতির সংস্রবে গিয়া কত শিক্ষিতা মেয়ের যে সর্বনাশ হইয়াছে, ১৩৫৪ সালের শারদীয় যুগান্তরে তাহার এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতেও শিক্ষা না পাইয়া ভারত ইতোমধ্যে মহিলা পুলিশ বাহিনী গঠন করিয়াছে। অচিরে ইহারা এত লম্পট হইয়া পড়ে যে, বোম্বাইর প্রেসিডেন্সী পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিতে বাধ্য হন (লোক সেবক ১।৬।৫২ ইং)।

সবার উপরে টেক্কা দিয়াছে হালের কলিকাতা। ইহার অলিতে গলিতে, পথে ঘাটে, মাঠে পার্কে পরিত্যক্ত জারজ শিশুর সংখ্যা লজ্জাকররূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। নৈতিক চরিত্রহীনতার এমন বীভৎস বহিঃপ্রকাশ প্রাচ্যের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। এই হারামজাদা সমস্যার শিরঃশ্লেষার সঙ্গে অবিবাহিতা যুবতীদের লইয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আর এক ভীষণ শিরঃপীড়া দেখা দিয়াছে (জেন্দেগী, ২৪।৫।৪৯ ইং)। এই হারামজাদারা অবার নূতন করিয়া বংশ বিস্তার করিতেছে। চুরি, ডাকাতি, পকেট কাটা প্রভৃতিতে ইহারা ভারি উস্তাদ (সত্যযুগ, ১।৬।৫২ ইং)।

রঙ্গপুর কলেজ ম্যাগাজিনে শয়তানের চেলা পূর্ব পাকিস্তানে ভ্রষ্টা নারীর সংখ্যা দিয়াছে শতকরা ৯৫; ইহা অতিশয়োক্তি হইলেও আমরা খুব পশ্চাতে নই। যাঁহারা রীতিমত সংবাদপত্র পাঠ করেন ও বিভিন্ন সহরের ও মফঃস্বলের নৈতিক আবহাওয়ার খবর রাখেন, তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বিগত কয়েক বৎসরে দেশে যথেষ্ট কেলেঙ্কারী ঘটিয়াছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বহু ঘরের ঘরাণা ও কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাপিকা, শিক্ষয়িত্রী, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তারণী, বিদ্যালয়-পরিদর্শিকা, স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা সকলেই আছেন। রাজকর্মচারীদের কেহ কেহ চাকরীজীবিনীদের মাথা খাইবার অধিকার আছে বলিয়া মনে করেন। আর্ট ও চিত্ত বিনোদনের নামে সিনেমা, ভ্যারাইটি শো, হোটেল রেস্তোঁরা ও বন ভোজন এবং শিক্ষা ও সমাজ সেবার নামে ক্লাব, পার্টি, প্রমোদ ভ্রমণ ও হরেক রকমের আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের যোগদানের ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঢাকার একটি নামজাদা হোটেল বল-নৃত্য ও অন্যান্য কুকার্য্যের জন্য ঈর্ষাহীন খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অতি সম্প্রতি একযোগে কতিপয় হোটেলে হানা দেওয়ার ফলে বহু সংখ্যক প্রমোদবালা ধরা পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যের ন্যায় এদেশেও বহু যুবতীর প্রণয়ীকে আত্মদানের পর কপাল খোলে হয়ত কয়েকজনের, কিন্তু সর্বনাশ হয় অনেকেরই। বাধ্য হইয়া কেহ 'ভাইয়া'টিকে আঁচলে জড়াইয়া রাখে, কেহ স্বামী থাকিতেও 'প্রণয়ী' ধরে; কেহ বান্ধবীর স্বামী ভাগাইয়া নেয়, কেহ বা বিবাহিত-পূর্ব প্রণয়ীর ঘাড়ে চাপেন; কাহারও আবার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন জাতি-ধর্মেই বিতৃষ্ণা দেখা যায় না। উচ্চশিক্ষার কি জঘন্য মানসিকতা! এক কথায় মতলববাজ শয়তান ও তাহার চেলাচামুণ্ডাদের ফেরেবে পড়িয়া "বিপজ্জনক" কুরআনের পর্দা বিসর্জন দেওয়ায় আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর শিক্ষিতা পতিতার উদ্ভব ঘটিয়াছে। শিক্ষার আড়ালে থাকায় চিনা দুষ্কর বলিয়া ইহারা প্রকাশ্য বারবণিতার চেয়েও ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর। সুতরাং তথাকথিত নারী প্রগতি আদৌ নারীর প্রগতি নহে, বরং সম্পূর্ণ অধোগতি। "নারী প্রগতি তখনি সত্যিকারের হয়ে উঠবে যখন তার একটা নৈতিক দিকও থাকবে" (নিরুপমা…।

সহশিক্ষা: সর্বাপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় সহ-শিক্ষার বদওলতে এই নারী প্রগতি আমাদের পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও হানা দিয়াছে: আমেরিকার ডেম্বারের যুব আদালতের বিচারক বেন লিণ্ডসে দেখাইয়াছেন যে, যে সকল তরুণ-তরুণী ভোজে ও নাচে যোগ দেয় এবং মোটর ভ্রমণে গমন করে তাহাদের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে, ইহাদের ৫০ জন আরও আগাইয়া গিয়া অসঙ্গত যৌন অনাচারে লিপ্ত হয়। গড়ে শতকরা ৪০টি মেয়ে স্কুল ত্যাগের পূর্বেই কৌমার্য নষ্ট করে। গর্ভ নিরোধক যন্ত্র ও ঔষধের কল্যাণে শতকরা মাত্র ৫টি অসতি মেয়ের গর্ভ হয় অর্থাৎ প্রকৃত সংখ্যার ১/১০ ভাগ মাত্র বাহিরে প্রকাশ পায়। বালকদের শতকরা ৯০ জনেরই স্কুল ত্যাগের পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা জন্মে; অনেক সময় বালিকারাই অগ্রণী হইয়া তাহাদের এ সকল অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত করে। ডেম্বারে যাহা ঘটে, অন্যান্য সহরও যে তাহাই সংঘটিত হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। ৩১৩টি বদমাইশ মেয়েকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৫টিই ১১ হইতে ১২ বৎসরে ঋতুমতী হয় (Revelt of modern youth, 56, 65, 81—2)। কাজেই মেয়ে 'ছোট' এই ভ্রান্ত ধারণায় আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আরও কম বয়সের মেয়েকেও ছেলেদের সহিত মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নহে।

অভিনয়ের সময় দর্শকের গ্যালারীর শেষ সারিতে বসিয়া একটী দশ বৎসরের বালিকার সহিত যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ায় লণ্ডনের জনৈক শিক্ষকের বিচার প্রসঙ্গে বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, তরুণী ছাত্রীদিগকে পুরুষ শিক্ষকের নিকট কিম্বা ছেলেদের সহিত একত্রে পড়িতে দেওয়া নিতান্ত বিসদৃশ। আর এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরেই সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে! যাহারা জাগিয়া ঘুমায় তাহাদের জাগাইবে কে?

১৯২০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ছাত্রী ভর্তি করা আরম্ভ হয়। ইহার ফল কি হইয়াছে? বিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকার মতে "ইতোমধ্যেই ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অক্সফোর্ডের জীবনের গতিই সম্পূর্ণ বদলিয়া গিয়াছে। রুচি, পাণ্ডিত্য, খেলা-ধূলা আদব লেহাজ সর্ব বিষয়ে অক্সফোর্ডের শোচনীয় অবনতির একমাত্র কারণ নারী। ছেলেরা সর্বদা মেয়েদের সহিত চা পান করিয়া কাটায়। এ জন্য তাহারা কখনও নৌকা বাইচে জিতিতে পারে না।" ডাঃ এ টার্ণের হিসাব অনুযায়ী অক্সফোর্ডের যে সকল ছাত্র দুই বন্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গর-হাযির থাকে তাহাদের অর্ধেকের বেশীই মানসিক বিশৃঙ্খলায় ভোগে। আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের আত্ম হত্যার হার বাহিরের সাতগুণ। সমগ্র দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আত্মহত্যার হার শোচনীয়রূপে অধিক (Slatesman, 16-3 51)

'মুসলিম কালচার' বলেন, "টাইম্‌স্ অক্সফোর্ডের শোচনীয় অবনতির যে কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বাঙ্গালার স্কুল-কলেজের সহ শিক্ষার সমর্থকেরা তাহা হইতে গভীর চিন্তার খোরাক পাইতে পারেন।" ডাক্তারী বিদ্যালয় ও হাসপাতালগুলিতেই পদস্খলন ঘটে বেশী। অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উহার সীমানার মধ্যে ছাত্রীদের সহিত ছাত্রদের কথা বলা নিষিদ্ধ করিয়াও বিশেষ সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। কতিপয় শিক্ষক, অধ্যাপক ও তদূর্দ্ধ পদস্থ ব্যক্তি পর্যন্ত এ সকল মর্মান্তিক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। একটা তদন্ত কমিশন বসাইয়া হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের সহরগুলিরও ডেম্বারে উন্নীত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। দেশ ও জাতির পক্ষে নিঃসন্দেহে ইহা একটি ভীষণ দুর্দৈব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর্দার প্রয়োজনীয়তা ঃ উপস্থিত সংকটে আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি শয়তানের উপদেশ তামিল করিয়া বল্গাহীন অশ্ব বা ব্রেকশূন্য মোটরের ন্যায় অতলস্পর্শ গর্তের দিকে ছুটিয়া যাইব, না আল্লার হুকুম অনুযায়ী নর-নারী নির্বিশেষে পবিত্র পর্দা মানিয়া চলিব? চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে শেষোক্ত পন্থার অনুকূলে মত প্রকাশ করিবেন। ঠকিয়া শিখিয়া আমাদের কোন কোন শিক্ষিতা বোনও এখন স্বীকার করিতেছেন যে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার অন্তরায় হিসাবে এবং পুরুষের রূপ লালসার দৃষ্টি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পর্দার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। যাহারা মনে করে, স্ত্রী পুরুষ এক্ষেত্রে মেলামিশা পরস্পরকে চিনিবার ও জানিবার সুবিধা হইবে এবং কাহারো মনে কোন কৌতূহল থাকিবে না, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত, যুগ যুগ সাধনা করিয়াও মানুষ তাহার স্বাভাবিক পশু প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে নাই (মোসাম্মাৎ হাবীবুন্নেসা, সুলতানা, এপ্রিল, ১৯৪৯ ইং) এবং পারিবেও না। উচ্চশিক্ষা মানুষের যৌন তাকিদ সংযত করিতে পারে নাই, বরং যৌন-পুস্তক পাঠ করিয়া এবং প্রেম ও অভিসারের নানা ছল কলা শিখিয়া তাহারা অশিক্ষিতের চেয়েও অধিক উত্তেজিত হইতেছে এবং মারাত্মক রূপে এসকল বিদ্যার কসরত করিতেছে।

অবশ্য অবাধ মেলামিশার ফলে সকলেরই যে পূর্ণ নৈতিক পতন ঘটে, এমন নহে। যাহাদের প্রয়োজনীয় সাহস ও সুযোগ নাই তাহারা লিপ্ত হয় হাত, মুখ ও চোখের ব্যভিচারে। এবম্বিধ দীর্ঘস্থায়ী যৌন উত্তেজনা জন্মাইবার ফলে পুরুষের স্নায়বিক দৌর্বল্য ঘটে; সুতরাং পরে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ অসম্ভব বা কঠিন হইয়া পড়ে (Russel, 125—61)। মেয়েদের বেলায় উহাতে কেবল যে পদস্খলনাদি ঘটিবারই আশংকা থাকে তাহা নহে, এসকল ঘনিষ্ঠতাই তাহাদের স্নায়বিক দৌর্বল্য ও কতকগুলি রমণী-সুলভ দৈহিক ব্যাধির মূল। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদদের মতে এরূপ অনুচিত কার্য্যের নৈতিক ও দৈহিক ফল পূর্ণ আত্মসমর্পণের ন্যায়ই ক্ষতিকর (Lindsay, 60)।

যে সকল রমণী যখন তখন বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের চেয়ে যাহারা এমন কি সর্বক্ষণ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, বিভ্রান্তকারী আবহাওয়ার বাহিরে কাজকর্মে ডুবিয়া থাকায় তাহারা কুচিন্তার অবসর পায় না। অলস মস্তিষ্ক প্রকৃতই শয়তানের কারখানা। কাজেই মেয়েদের সাধারণতঃ গৃহে থাকিতে আদেশ দিয়া (কুরআন ৩৩—৩৩) ইসলাম বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছে।

পর্দা কেবল নারীর নহে, পুরুষেরও অপরাধ-প্রবণতা হ্রাস করে। ফওজদারী মোকদ্দমার হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সকল জিলায় পর্দার কড়াকড়ি সেখানে হরণ, ধর্ষণ, ব্যভিচার প্রভৃতি নারী সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা কম।

যত অবলা নারী অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া একাকিনী বাহিরে গিয়া গুণ্ডা ও ভদ্রবেশধারী লম্পটদের হাতে নাজেহাল হইয়া সমাজের মুখে চুন কালী মাখাইতেছে ও নিজের সর্বনাশ করিতেছে, তাহার কোন না কোন সংবাদ প্রায় প্রত্যহই কাগজে বাহির হইতেছে। পর্দায় থাকিলে কখনও এবম্বিধ অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইত না। কাজেই পর্দা শৃঙ্খল বা কারাগার ত নহেই, বরং নারী জাতির একটি প্রধানতম রক্ষা কবচ।

অবাধ মেলামিশার সুযোগে ইউরোপের ন্যায় পাক-ভারতেরও নানা স্থানে অনেক নারী-ব্যবসায়ীদলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা একদল সুশ্রী যুবক পোষে। তাহাদের মারফতে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া কিম্বা চাকরীর টোপ ফেলিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া যায়। শেষে ধর্ম নষ্ট করিয়া কলেজ গার্ল বা ভদ্রঘরের মেয়ে পরিচয়ে তাহাদের বড় লোকদের নিকট ভাড়া দেয় বা বেশ্যালয়ে বিক্রয় করে। প্রকৃত বিবাহার্থীদের মধ্যেও সুযোগ পাইলে উপভোগ করিবার পর সরিয়া পড়িবার মত দুর্বৃত্তের অভাব নাই। এই নর-পশুদের হাত হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় পর্দা।

পুরুষের কাজে মাথা গলাইতে গেলে নারীর প্রকৃত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার্য্য—গৃহকর্ম ও সন্তান প্রতিপালন উপেক্ষিত হয়, তৎফলে পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং জাতি দুর্বল হইয়া পড়ে। এজন্যই হিটলার ও মুসোলিনী তাহাদিগকে রন্ধনশালায় ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ দেন এবং যুগোশ্লাভিয়া বিবাহিতা রমণীকে কোন চাকরী দিতে বা চাকরীতে রাখিতে অস্বীকার করে।

এমন কি গৃহেও পর্দার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যাহারা ভাসুর দেখিলে লজ্জায় দুই হাত ঘোমটা টানিয়া দেয়, বিবিধ প্রকার দেবর, নিজের ও স্বামীর ভগ্নিপতি এবং তস্য ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত ঘোমটা খুলিতে তাহাদের আগ্রহের অন্ত নাই। ব্যাপার সময় সময় অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়। জনৈক প্রবীণ সাব ডেপুটি কালেক্টরের (মরহুম তসলীমুদ্দীন আহমদ) মতে cousin রাই মেয়েদের নষ্ট করে বেশী। মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী প্রভৃতি বারজন মুহরম (বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যক্তি ভিন্ন অন্যান্যের সহিত দেখা দেওয়া এজন্যই আল্লার কালামে নিষিদ্ধ (২৪—৩০, ৩১)।

মোটের উপর, যৌন প্রবৃত্তি ব্যক্তি জীবনের মধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র। অপর যে কোন কার্য্য অপেক্ষা লোকে ইহাতেই আত্মনিয়োগ করে বেশী (মেইন লেণ্ডার)। মনু বলিয়াছেন, "—নারী ঘৃতভাণ্ড ও পুরুষ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়।" আগুনের কাছে রাখিলে ঘৃত গলিবেই। যুগ যুগান্তরের এ সকল অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করিয়া যাহারা বলেন, বর্তমানে পর্দাপ্রথা নিরর্থক, ইহাতে কোনই কাজ হয় না—নৈতিক ও ঐহিক শিক্ষা দিলেই ইহার উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইতে পারে (নজমুল হুসায়ন, ষ্টেটস্‌ম্যান, ৯।১০।৫০) তাহারা হয় মতলববাজ নতুবা ভ্রান্ত। তাহাদের প্রস্তাবানুযায়ী আইনের সাহায্যে পর্দা তুলিয়া না দিয়া বরং "নূতন আইন দ্বারা মেয়েদের ২১ বৎসর পর্যন্ত আটকানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এই বয়সের মেয়েরাও প্রায়ই ভাবপ্রবণ হয়। তাহাদের বুদ্ধিমত্তাও কম থাকে। বয়স বাড়িয়ে ৩০ করলেও মন্দ হয় না (অনিল ঘোষাল, ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৫১)।"

পর্দার স্বরূপঃ কথা হইল এই পর্দা কিরূপ হইবে? যে সকল পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি সমাজে পাশ্চাত্য ধারণা প্রবর্তনের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, সূরাঃ নূরের "যীনাত" শব্দের অর্থ হইবে বেশভূষা, শোভা বা সৌন্দর্য্য নহে। কাজেই মেয়েদের অবগুণ্ঠন বা বোর্কা পরা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন; তাহাদের ঢাকিতে হইবে 'বুক', মুখ নহে। কিন্তু এই দীর্ঘ আয়াতটির অর্থ ও উদ্দেশ্য এত সুস্পষ্ট যে, এই মনগড়া ব্যাখ্যা টিকিতে পারে না। সূরাঃ আহযাবের ৫৯ আয়াতের

يدنين عليهن من جلابيبهن

"তাদের (মাথার) উপর নিজেদের চাদর টানিয়া দিক" এই অনুজ্ঞার সঙ্গেও এই অর্থ খাপ খায় না। সেখানে স্পষ্ট আপাদ মস্তক আবৃত করিতে বলা হইয়াছে। তদুপরি 'যীনাত' প্রকাশ করিতে নিষেধ করার একটু পরে বুক ঢাকিবার স্বতন্ত্র নির্দেশ,

وليضربن بخمرهن على جيوبهن

"তাহারা তাহাদের বক্ষের উপর মস্তকাবরণ লটকাইয়া দিক।" "স্বতন্ত্র আদেশ দেওয়া হইয়াছে, 'যীনাত' দ্বারা শুধু বুক ঢাকা বুঝাইলে এতদোভয়েরই বা সঙ্গতি থাকে কৈ? মুখ নারীর মোহিনী শক্তির প্রতীক ও যাবতীয় আবেগ অনুভূতির উৎস। এজন্যই লোকের প্রথম দৃষ্টি পড়ে মুখে, বুকে নহে। নগ্নবক্ষ বরং বিতৃষ্ণাই জন্মায়। যত লোক প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়িয়াছে, তাহারা মুখ দেখিয়াই পড়িয়াছে, বুক দেখিয়া নহে। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে মুখ ঢাকিবার অজস্র নজির রহিয়াছে। কাজেই لا يبدين زينتهن দ্বারা "তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখাইবে না" বুঝাইবে।

এ সম্পর্কে আমেরিকার Psycho-analysist দের বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়ার কথা শুনিলে ইহারা হতভম্ব হইয়া যাইবেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে, আধুনিক যৌন জীবনে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বেশ সক্রিয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Flier সাহেব নাসিকায় Sexual stelleu (?) বা যৌন কলঙ্ক আবিষ্কার করেন। বেদনা দায়ক রজঃস্রাবে যৌন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অঙ্গের ক্রিয়ার সহিত এগুলির সরাসরি যোগাযোগ রহিয়াছে। সেখানে ঔষধ প্রয়োগ করিলে স্রাবের বেদনা চলিয়া যায়। মোটের উপর আমরা বুঝি বা না বুঝি আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই যৌন উত্তেজনা জন্মায়। মিঃ এ, এ, ব্রিলের মতে আমাদের গাত্র-নিম্নে যৌন আবেশ পূর্ণ মাত্রায় প্রবাহিত। তাঁহার Sexuality and its role in the Neurosis প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ, দর্শন ও প্রদর্শনে যৌন তৃপ্তি-লাভ হয়। কতকগুলি লোক শুধু এসকল প্রক্রিয়াতেই তৃপ্তি পায়, যৌন মিলন বরং তাহাদের নিকট বিরক্তিকর।

এজন্যই কুরআন ন্যায়তঃ পুরুষকে দৃষ্টি নত রাখিতে ও লজ্জাস্থান রক্ষা করিতে (২৪ ২৮), ব্যভিচারের নিকট-বর্তী না হইতে অর্থাৎ সর্বপ্রকার সঙ্গমেতর ব্যভিচারে বিরত থাকিতে (১৭-৩২), বিনানুমতিতে অপরের গৃহে প্রবেশ করিতে, গৃহ কর্তা না থাকিলে ফিরিয়া যাইতে (২৪-২৭) এবং (মেয়েদের নিকট) কোন কিছুর দরকার হইলে পর্দার আড়াল হইতে চাহিতে (৩৩-৫৩) আদেশ দিয়াছে আর নারীকে বলিয়াছে দৃষ্টি নত রাখিতে, লজ্জাস্থান হেফাজত করিতে (৩৩-৫৯), ব্যভিচারের নিকটবর্তী না হইতে (১৭-৩২), মহরেম ভিন্ন অন্য লোককে যাহা স্বতঃই প্রকাশ পায় না, এমন সৌন্দর্য্য না দেখাইতে, জোরে জোরে পদক্ষেপ করিয়া গুপ্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করিতে, চাদর (দোপাট্টা) দিয়া বক্ষদেশ ঢাকিতে (২৪-৩০), বাহিরে যাইতে সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিতে (৩৩-৫৯), পর পুরুষের সঙ্গে কোমল কথা বলিয়া তাহার কামনার উদ্রেক না করিতে এবং সাধারণতঃ নিজ গৃহে অবস্থান করিতে (৩৩ ৩২, ৩৩)। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইসলামী পর্দা দেখা ও শুনা উভয় প্রকারের এবং দৈহিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যথাসাধ্য সঙ্গতি রাখিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্যই অভিপ্রেত; তবে সুস্পষ্ট কারণে মেয়েদের বেলায় কড়াকড়ি একটু বেশী। তাহারা অবগুণ্ঠন বা বোর্কা পরিয়া প্রয়োজন মত বাহিরে যাইতে পারে বলিয়া ইহা আদৌ অবরোধ নহে। সুষ্ঠু শ্রমবিভাগ ও বয়ঃপ্রাপ্ত নর-নারীর অনভিপ্রেত অবাধ মেলামিশা নিয়ন্ত্রণই ইহার একমাত্র লক্ষ্য।

এযাবৎ যাহা আলোচিত হইল তাহা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, অতীত ও বর্তমানের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি আমারা আল্লার হুকুম মুতাবেক পর্দা মানিয়া না চলি তবে 'আদ, সামুদ, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি বহু প্রাচীনতর জাতির ন্যায় আমরাও অচিরে ধ্বংস হইয়া যাইব। সুতরাং সময় থাকিতে বর্তমানের অশুভ হাওয়ার গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী
আনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

কম্যুনিজম ও ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কম্যুনিজম এর ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীন যুগেও জীবনোপকরণ ও জীবিকার্জনের উপায়গুলোর বিলি-বন্টনে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী ছিল গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর যুগ। জর্জ সোল তাঁর "মনীষীদের জীবিকা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী" নামক গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গী নকল করেছেন। প্লেটো শাসক মহলের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যা প্রয়োজন তার অধিক পরিমাণ সম্পত্তির দখলকার হওয়া সঙ্গত বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে সাধারণ সম্পত্তির ইজমালী অধিকারের নীতি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরিস্টটল তদীয় গুরু প্লেটোর চেয়েও অধিক দূরদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছেন তা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করে। এরিস্টটল সুদের উপর ঋণদানের রীতিকে অবাঞ্ছিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্লেটোর বিপরীত এরিস্টটলের মতে সম্পত্তির ইজমালী অধিকার কার্য্যতঃ সম্ভবপরও নয়, মানবীয় প্রকৃতির সাথেও সুসমঞ্জস নয়। (জর্জ সোল এর 'মা'আশীয়াত' ৮১৭ পৃঃ)

রোমান সাম্রাজ্য : রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার পরে সমগ্র ইউরোপে সামন্ততন্ত্র প্রথার সৃষ্টি হয় এবং সামন্ত প্রধানদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তারা তাদের স্ব স্ব মর্য্যাদা অনুসারে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যে অংশীদার হয়। বড় সামন্ত ছোট ছোট সামন্তদের থেকে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ উসুল করে। কর্মচারী ও শ্রমিকদের দ্বারা এসব কাজ সম্পাদন করা হ'ত। এই বিধানের কল্যাণে সামন্তরাজরা দুর্বল শ্রেণীর জনগণের উপর সীমাতিরিক্ত অত্যাচার করত যা দূর করার কোন পথ ছিল না। কারণ সামন্ত নৃপতিদের হাতেই ছিল সব ক্ষমতা। আর পোপের হাতে ছিল সমগ্র ইউরোপের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা। বিভিন্ন রাজ্য শাসকদের সাথে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি দস্তুরমত প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন যুগের বিপরীত ছিল তার পরিগৃহীত নীতি। প্রাচীন রীতিতে টাকা পয়সাকে বিনিময়ের বস্তুরূপে স্বীকৃত হ'ত। অর্থাৎ টাকা-পয়সার বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয় করা হবে—এজন্য নয় যে, তাকেই দ্রব্যের স্থলাভিষিক্ত করে ধন-বর্ধনের উপকরণ করা হবে। পোপ আকুইঞ্জি (?) প্রথম দিকে এরিস্টটলেরই মত সুদের নিন্দা করতেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত অবস্থায় সুদের বৈধতা স্বীকৃত হতে পারে।

১। ঋণদানকারী ব্যক্তির অন্যত্র যদি লাভ বা মুনাফা অর্জনের সুযোগ না থাকে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। ঋণদাতা ব্যক্তি যদি কোন ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়,

৩। ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব না হওয়ায় যখন ক্ষতির আশংকা দেখা দিবে,

৪। ঋণের টাকা আদায়ে নির্ধারিত সময় যদি পার হয়ে যায়।

পোপের এই ধর্মীয় 'ফতোয়' ইউরোপে সুদের কারবারকে উৎসাহিত করায় উহা বেড়ে চলে। তাতে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের উপর বিশেষ চাপ পড়ে। পূর্বে তারা সামন্ত প্রথার নিষ্পেষনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এখন তাদের উপর সুদের আক্রমণও শুরু হয়ে গেল।

শিল্প বিপ্লবঃ বিজ্ঞানের কল্যাণে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ঘটে ফলে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হওয়ায় সামন্ত রাজারা শিল্পকে বেশী লাভজনক মনে করে কারখানাগুলোতে টাকা খাটাতে শুরু করে। এভাবে সামন্ত প্রথা কতকটা শিল্প ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ ব্যবস্থার কল্যাণে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে চলে। কারখানাজাত দ্রব্যগুলোর মুনাফা মালিকরাই হজম করত, যাদের শ্রমে এগুলো অর্জিত হতো সেই দরিদ্রদের ভাগ্যে ছিল শুধু সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক যা দিয়ে কোন রকমে শুধু জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা চলে। এই মিল মালিকেরাই দেশের শাসন ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাওয়ায় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ছিলনা। তাদের মুনাফাখুরীর ঘাতাকলে শুধু শ্রমিক শ্রেণীই পিষ্ট হত না, বরং খেয়াল-খুশীমত মূল্য নির্ধারণ করে তারা প্রকৃত মূল্য থেকে খুব বেশী দামে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে ছাড়ত। ফলে শ্রমিকরা ছাড়াও, সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার উপর উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কার্ল মার্ক্সের গুরু হেগেল এই অনাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেন। অন্যান্যেরাও চেষ্টা করেন যাতে উৎপন্ন দ্রব্যের লভ্যাংশ মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হয়। কিন্তু তখন মালিকদের জয়ধ্বনি ও ডঙ্কা নিনাদে তার আওয়ায শূন্য মিলিয়ে যায়। ফলে পুঁজিবাদের পেট এতটা ফুলে ফেঁপে উঠে যে, তা থেকে স্বভাবতঃই সমাজবাদের শাবক পয়দা হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সুতরাং যে আন্দোলন ছিল শুধু কিছু সংখ্যক লোকের মন-মগজে তা বাস্তব আকারে আত্মপ্রকাশ করল এবং শেষে একটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করল। হেগেল নিজেই এ দর্শনের উদ্ভাবক যে, প্রতিটি অস্তিই একটি দাবী আর প্রতিটি নেতিই সেই দাবীর জওয়াব এবং অস্তি ও নেতির পরেই আসে মিলন ও সামঞ্জস্য। হেগেলের মতে এই দর্শন দেহ ও মন, আদর্শ ও বাস্তব, বিশ্বাস ও কর্ম সব কিছুর উপর কার্যকরী। আমরা বলি, পুঁজিবাদ ব্যক্তির মালিকানা অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সমাজের অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। হেগেলের নীতি অনুসারেই পরস্পর বিরোধী এই দ্বিবিধ দর্শন পর্য্যালোচনা করে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। আমি বলি, এই সামঞ্জস্য-পূর্ণ ন্যায্য দর্শন হচ্ছে ইসলামী জীবন-দর্শন। পরে আমরা এসম্পর্কে বিস্তারিত লিখবো ইন্‌শা আল্লাহ।

কার্ল মার্কস্‌ঃ

ইনি হচ্ছেন আধুনিক সমাজবাদের সর্বপ্রধান প্রবক্তা। বর্তমান সমাজবাদের অপর নাম মার্ক্সিজম। জর্জ সোলের মতে তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ইয়াহুদী। তিনি ১৮১৮ সালে জার্মানীতে জন্ম গ্রহণ করেন। হেগেলের তত্ত্বাবধানে তিনি ডাক্তারী সনদ লাভ করেন। তিনি তাঁর Capital নামক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুস্তকের প্রথম খণ্ড ১৮৬৭ সালে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৮৩ সালে মার্ক্সের মৃত্যুর পর প্রকাশ লাভ করে। মার্কস্ দারিদ্র অবস্থায় দিনপাত করতেন। এঙ্গেল্স্ তাঁকে কিঞ্চিৎমাত্র আর্থিক সাহায্য দিতেন। পুঁজিবাদ ও শ্রমিকদের সম্পর্কিত মার্ক্সের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ভুল বলে প্রমাণিত হলেও তিনি তাঁর দর্শন প্রচার করে প্রভাবশালী দলকে তাঁর সমর্থক বানাতে সক্ষম হন। এ সকল দর্শনকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় উল্লেখযোগ্য কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উহার অপর এক ইয়াহুদী প্রবক্তা এই দর্শনকে রাশিয়ায় সমাজবাদী রাষ্ট্রে রূপ দিয়েছেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতাকে এজন্যই নিজের করে নিয়েছেন যে, ক্ষমতাসীন কমুনিষ্টদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬ লাখ আর ধর্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা তাদের চেয়ে ছিল অনেক বেশী—অধিক সংখ্যক ধর্মবিশ্বাসী পুনঃ প্রতিবিপ্লব সৃষ্টি করে তাদের শক্তি যেন ছিনিয়ে নিতে না পারে এজন্য তিনি শিক্ষা ও প্রচার বিভাগের সব দফতরকে কাজে লাগিয়েছেন। তারা সবাই ধর্মের বিরূপ সমালোচনা শুরু করে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিও প্রয়োগ করে যাতে বর্তমান বংশধররা পাকা সমাজবাদী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। তা হলে সরকারী ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ বংশধররা এমনভাবে প্রতিপালিত ও বর্ধিত হয়ে উঠবে যে, তারা ধর্ম থেকে নির্লিপ্ত হয়ে পুরোপুরি সমাজবাদের ছাঁচে গড়ে উঠবে এবং ক্ষমতাসীনদের সংখ্যাল্পতা সংখ্যাধিক্যে বদলে যাবে। শ্রমিকদের সাহায্য সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত সরকারে রাজ্যের সমুদয় আয়ের শতকরা বেশীর বেশী তিন ভাগ শ্রমিকদের ভাগে পড়ে, অবশিষ্ট সবই সরকার আত্মসাৎ করে ফেলেন। শ্রমের মজুরী নামমাত্র বাড়ালেও দ্রব্যাদির উপর সরকারেরই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে মজুরী বাড়িয়ে দেয়া হয়, অপরদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তাদের শ্রমার্জিত অর্থ অধিক হারে হরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ শ্রমিকদের একহাতে (বাড়তি) যা দেয়া হয় অপর হাতে তা ফিরিয়ে নেয়া হয়। এর প্রমাণ হচ্ছে রাশিয়ায় তদীয় প্রতিনিধি দলের নেতা কস্তুরাভাই লালজীর পার্লামেণ্টে প্রদত্ত সেই বিবরণ যা লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত' ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৫ ইং সংখ্যায় প্রকাশ লাভ করেছে। রাশিয়া সফরকারী প্রতিনিধিদলের নেতা বলেছেন, রাশিয়ার জীবনযাত্রার মান নিম্ন, কারণ এক পাউণ্ড (অর্ধ সেরের কিছু কম) মাখনের দাম ২১'০০ একুশ টাকা, একটি জামার দাম একশ' কুড়ি টাকা, একটি সাইকেলের দাম শাত শ' আশি টাকা (এজন্য সাইকেল কম লোকেই ব্যবহার করে)। রাশিয়ার যে ব্যক্তি মাসেহাজার টাকা কামায় তার জীবন যাত্রা অপেক্ষা পাকভারতে যে ব্যক্তি মাসে আশি টাকা কামায় তার জীবনযাত্রা উত্তম। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা

* শ্রীশ্রী হাকনাম *

॥ এই কেতাবের নাম ॥

॥ তরজমা আম ছেপারা ॥

॥ বাঙ্গালা ॥

॥ অধিন শ্রী গোলাম আকবর আলী ॥
॥ সাকিন ম্রেজাপুর মহল্লা পাটও ॥
॥ রের বাগান। লোকের খাহেস ॥
॥ দেখিয়া বহুত কোসেসে সহি ॥
॥ করিয়া হাজি ছৈএদ আবদুল্লাহ ॥
॥ মরহুম সাহেবের আহম্মদি ॥
॥ ছাপাখানায় শ্রীযুত মৌলবি ॥
॥ আছগর হোছেন ছাহেবের ॥
॥ দ্বারায় ছাপাইলাম ॥

আকবোর আলী

॥ এই কেতাব কেহ আমার বিনে ॥
॥ হুকুমে ছাপিবে নাই ॥
॥ সন ১২৭৫ সাল ॥

www.ahlehadeethbd.org

* আলহামদো নাজেল হইবার বয়ান *
* ত্রিপদি *

সোনহে মোমিন ভাই, কহিজে সবার ঠাঁই, সোন সবে লাগাইয়া দেল।
জেরুপেতে পরওারে, হজরত রছুল পরে, করিলেন আলহামদো ন'জেল *
হজরত মোরতজা আলি, আবদুল্লাহ এবনে আব্বাছ-ওলি, করিয়াছেন এয়ছাই তফছির।
সেইজে তফছির মতে, বয়ান করিলো এতে, মওলানা এয়াকুব জাঁহাগির *
করেন বয়ান ছাড়া, এইজে আলহামদো ছুরা, হইয়াছে নাজেল মক্কায়।
আল্লার হবিব নবি, তাহার বয়ান সবি, করিয়াছে আছহাব সবায় *
কহিলেন পয়গম্বরে, জাইলে ময়দান পরে, শুনিতেন আওাজ এয়ছাই।
মহাম্মদ নাম ধোরে, ডাকে মুজে বারে ২ এই বাত শুনিবারে পাই *
দেখিলে নজোর কোরে, সোনার তক্তের পরে, একজোনা নুরানি-বসিয়া।
আছমান জমিন বিচে, সন্ন শূন্য (?) ভরে খাড়া আছে, দেখে ডরে জাই পালাইয়া *
কুয় রোজ এই বাতে, আছিলাম আন্দেসাতে, দেখে শুনে এই সব ধারা।
খোদেজা বিবির জেই, ছিলেন চাচারা ভাই, কহি তারে এসব মাজেরা *
ইঞ্জিল তৌরিত আর, জব্বুর কেতাব সার, এলেম জানিত নাছারার।
ছিলো বড় হোসমন্দ, দেলেতে করিয়া ধন্দ, কহিলেন কারণে আমার
কহিলেন আমার তরে, আওাজ শুনিলে পরে, দেলে কিছু না করিবে-ভয়।
এয়ছাই শুনিলে পরে, না ভাগিবে কদাচনে, কান দিয়া সোনো কিবা কয় *
আরবার ময়দানেতে, আওাজ পাইনু তাতে, পুছিলাম তুমি কোন জোন।
কহিল জিবরিল আমি, একিনে জানিবে তুমি, আসিয়াছি তোমার কারোণ *
আপে সেই পরওারে, করোম নজোর কোরে, বুঝিয়া তোমার জতো খুবি।
কহিলেন পাক জাতে, আজ হৈতে দুনিয়াতে, হইলে তুমি ওম্মতের নবি *
এলাহি করম কোরে, আপনা নবির তরে, দুনিয়াতে ফেরেস্তা পাঠায়।
জিবরিল সন্নের পরে, হজরত নবির তরে, সাহাদত কলেমা পড়ায় *

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ •

গাওাহি দিতেছি তার, আল্লা বিনে মাবুদ আর, বন্দিগির নাহিক লাএকো।
মহাম্মদ নবিজিরে, পাঠাইলো পরওারে, ভেজা বান্দা রছুল বরহকো *
সেই হৈতে দুনিয়ায়, ওম্মতে রছুল হয়, মহাম্মদ আলায়হেছ ছালাম।
তারপরে একে ২, জিবরিল নবিজিকে, শুনাইলো আলহামদো তামাম *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

০ তরজমা আমপারা ০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু করি এ কেতাব নামেতে আল্লার। বড়া মেহেরবান সেই উপরে সবার *

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

সকলি তারিফ আছে ওয়াস্তে আল্লার। পালোনে ওয়ালা সেই সকল সংসার *

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

বড়া মেহেরবান নেহাত রহম তার। মালেক সেই দিনের জাহে হইবে বিচার *

॥ ফাএদা ॥

কেয়ামতের দিনে হবে সকলের বিচার। কেহ ভেস্তে কেহ জাবে দোজখ মাঝার *

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

বন্দিগি আমি তো করি ছেরেফ তোমার। তোমার নিকটে আমি মদদ চাহি আর *

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

সিধা পথে লিয়ে জাও আমা সবাকার। ওই রাহে হৈলো জাহে ফজল তোমার *

॥ ফাএদা ॥

হইল জাদের পরে ফজল খোদার। সেই তো সহিদ নবি ওলি যে আল্লার *

তাহাদের রাহে চালাও আমা সবাকারে। জাহে হয় ফজল তোমার আমা পরে *

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

না চালাবে আমাদেরে রাহে সবাকার। জাদের উপরে হৈলো গোস্বা জে তোমার *

ফাএদা ॥

এহুদের পরে আছে গজব আল্লার। না চালাবে আমাদেরে পথেতে ওহার *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وَلَا الضَّالِّيْنَ۔

আর না চালাও পথে ওই সবাকার। জাহারা ভুলিয়া গেলো রাহা জে তোমার *

॥ ফা এদা ॥

নাছারা ভুলিয়া গেলো রাহা জে খোদার। না লে জাও আমাদেরে রাহে নাছারার *

سورة الناس، مكية وهي ست ايات

* ছুরা নাছ, মক্কায় উতরিল, ৬ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

জতো লোক আছে তাহে বলো সবাকার। পানা চাহি তার জেই লোকের পালনহার *

مَلِكِ النَّاسِ۔ اِلٰهِ النَّاسِ۔

ছায়া তলে আইলাম লোকের বাদসার। পানা হেতে লোকেদের লায়েক পুজিবার *

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ۔

নেকি হৈতে ওছওছা রুকুনেওলার। সোবা ডালে দেলে জেই মানুসে সবার *

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔

সেই তো খান্নাছ রহে মানুষের মাঝার। জেনের বিচেতে পয়দাব হইল তাহার *

سورة فلق مكية وهي خمس ايات

* ছুরা ফালাক, মক্কায় উতরিল, ৫ আএতের *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

বলো আমি পানা চাহি ফজরের রব্বের। ভালো চিজ বুরা হৈতে করে জে বাহের *

॥ ফাএদা ॥

আন্দার রাত হোতে করে ফজোর বাহের। বেল বুটা জমি হোতে সেকালে আখের *

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

জতো কিছু চিজ পয়দা করিল এলাই। তাহা বিচে জদি কিছু রহেজে বুরাই *

॥ ফাএদা ॥

তাহা হৈতে পানা হে আইলাম আল্লার। না আইসে তার বদি নিকটে আমার *

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

আর বদি হইতে আন্দারা রাতের। আন্দার জবে হৈয়া যায় উপরে সবের *

॥ ফাএদা ॥

পানা চাই আমি তার বুরাই হইতে। আল্লা তালা বাঁচায়ে আমায় তাহার হাতে

আন্দার রাত বিচে জতো আফোত বালাই। বাহের হইয়া আসে তাবত সবাই *

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ

আর বদি হইতে আওরোত সবার। জাদু করে ফোঁকে জারা গিরার মাঝার *

॥ ফাএদা ॥

পানা চাহি আমি বদি হইতে তাহার। জাদুর বুরাই হইতে বাঁচায় পরওার *

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

হাছদ বোগজ করনেওালা সবাকায়ের। দুস্মনির এরাদা জবে করে লোকেদের *

॥ ফাএদা ॥

পানা হেতে আসিলাম আমি তো আল্লার। দুস্মনি না চলে কারো উপরে আমার *

সাপের বিষ লোকের হাছদ আর জাদু জতো। এ পড়িলে কেটে জায় খবর এই মতো * ১ ক্রমশ ঃ

১ কুরআন সংখা আরাকাতে "আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে শতবর্ষ পূর্বে প্রকাশিত

www.ahlehadeethbd.org

الاسئلة والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

প্রশ্ন : যে সকল জমির খাজনা দিতে হয় উহার উৎপন্নদ্রব্যের ওশর প্রদান বাধ্যতামূলক কি না? যদি বাধ্যতামূলক বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে কি পরিমাণ হারে ওশর দিতে হইবে?

মোহাম্মদ মুহসিন আলী পণ্ডিত
সাং লস্করহাটি পোঃ বাসুদেবপুর
রাজশাহী

উত্তর : সর্বপ্রকার জমির নেসাব পরিমাণ ফসলে ওশর অথবা অর্ধ ওশর দিতে হইবে খাজনা দিতে হয় এমন সব জমির উৎপন্নদ্রব্যে ওশর দিতে হইবে না বলিয়া যাহারা মত প্রকাশ করেন তাহারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত যে রেওয়ায়ত দলীলরূপে পেশ করিয়া থাকেন আমরা প্রথমে উহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। তৎপর ওশর দেওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করিব। তাহাদের রেওয়ায়তটি এই :

عن علقمة عن عبد (الله بن مسعود) رضى قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجتمع على المسلم خراج وعشر ·

"রসূলুল্লাহ সঃ ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, মুসলমানদের উপর খাজনা এবং ওশর একত্রে বর্তিবে না।"

তথাকথিত এই মরফু' হাদীসটি মউযু'—জাল ও প্রমাণের অযোগ্য। ইমাম বয়হাকী রহঃ এই রেওয়ায়ত সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

هذا حديث باطل وصله ورفعه ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع لروايات عن الثقات بالموضوعات ·

এই "হাদীসটি (রসূলুল্লাহ সঃ-র নাম দিয়া) মরফু' রূপে বর্ণনা করা বাতুলতা মাত্র। (ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আম্‌বাসা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা কারীদের নাম দিয়া মওযু' বা জাল হাদীস রেওয়ায়ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত।"—সুনানুল কুব্‌রা : (৪) ১৩১ পৃষ্ঠা।

হাফিয যাহাবী তাহার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন :

يحيي بن عنبسة القرشي...قال ابن حبان دجال وضاع ·

"ইব্‌ন হিব্বান ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আম্‌বাসাকে দজ্জাল ও একজন বহুত বড় জাল হাদীস বর্ণনাকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"

উপরোক্ত রেওয়ায়ত সহ কতিপয় প্রক্ষিপ্ত বা জাল হাদীসের উল্লেখ করিয়া ইমাম যাহাবী বলিয়াছেন :

قلت هذا كله من وضع هذا المدبر ·

"এই সমস্তই হইতেছে এই কৌশলী ব্যক্তির বানান রেওয়ায়ত।"—মীযানুল ই'তেদাল (মিসরী : (৩) ২৯৯ পৃষ্ঠা।

হাফিয আল্লামা ইব্‌নে হাজার আস্‌কলানী রহঃ উক্ত রাবীর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন :

আকবর আলীর পুথির ভাষায় রচিত আমপারার তর্জমা সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহশীল সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মহলে আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। উক্ত তর্জমা দুষ্প্রাপ্য বিধায় তাঁহাদের কেহ কেহ উহা তর্জুমানুল হাদীসে পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের সেই অনুরোধের গুরুত্ব এবং সাধারণ পাঠক মহলে উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া স্থানে স্থানে অনুবাদের ত্রুটী সত্ত্বেও তর্জমাটি হুবহু তর্জুমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হইতেছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে 'আমপারায় প্রাচীনতম বাঙলা তর্জমা' শিরোনামাটি আমাদের দেওয়া। বাকী সমস্তই গ্রন্থকারের হুবহু নকল। কেবল যে-সব স্থানে স্পষ্টতঃই ছাপার ভুল পরিলক্ষিত হইয়াছে সেখানে গ্রন্থকারের অন্যান্য স্থানে তাহার অনুসৃত বানানের সহিত মিল রাখিয়া ছাপার ভুল সংশোধন করা হইয়াছে।—মুহাম্মদ আবদুর রহমান।

www.ahlehadeethbd.org

يحيى بن عنبسة القرشي......قال الدارقطني دجال يضع الحديث...وقال الحاكم وابونعيم روى عن مالك وداؤد بن ابى هند احاديث موضوعة •

'ইমাম দারকুৎনী বলিয়াছেন, সে দজ্জাল, হাদীস উদ্ভাবন তাহার স্বভাব।... ... ইমাম হাকিম ও আবূ নু'আঈম বলিয়াছেন, সে ইমাম মালিক এবং দাঊদ ইব্নে আবী হিন্দের নামে অনেকগুলি মওযূ' হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছে।"

উপরে সংকলিত রেওয়ায়তটির উল্লেখ করিয়া হাফিয আল্লামা ইব্নে হাজরও উহাকে মওযূ' বলিয়াছেন।—দেখুন, হায়দরাবাদ হইতে মুদ্রিত লিসানুল মীযান : (৬) ২৭২—২৭৩ পৃষ্ঠা।

সুতরাং এই মওযূ' হাদীসটির উপর আমল করা সত্যকে ফাঁকি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। কোরআন ও সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় এই জাল ও কল্পিত হাদীসের আশ্রয় লইতে যাওয়া হঠকারিতা মাত্র।

ওশর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা কোরআন ও হাদীস হইতে উহার সঠিক দলীল নিম্নে পেশ করিতেছি। কোরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন :

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ

وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

كُلُوْا...وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ •

"তিনি সেই প্রভু, যিনি অবলম্বী ও নিরবলম্ব কানন কলাপ এবং বিভিন্ন আস্বাদ বিশিষ্ট খেজুর ও খাদ্যশস্যগুলির উদ্ভব ঘটাইয়াছেন....... ফসল কাটার সময় উহার হক আদায় করিবে।—সূরা আন'আম : ১৪২ আয়ত।

ইমাম রাযী বলেন, এই আয়তের অংশ বিশেষ واتوا حقه يوم حصاده এর তফসীরে ত্রিবিধ উক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :

(الاول) قال ابن عباس في رواية عطاء يريد به العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما يسقى بالدواليب وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وطاؤس والضحاك •

(প্রথম) "তাবেয়ী হযরত 'আতা রহঃ-র রেওয়ায়ত অনুসারে কোরআনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাঃ বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এই আয়ত দ্বারা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির উৎপন্ন শস্যের ওশর (বা এক দশমাংশ) এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত জমির উৎপন্ন শস্যের নিস্‌ফে ওশর (বা এক দশমাংশের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১/২০ ভাগ) প্রদান করার নির্দেশ দিয়াছেন (—ইহাই আয়তটির তাৎপর্য্য)। এই তাৎপর্য্যের অনুরূপই সাঈদুব্নুল মুসাইয়েব, হাসান, তাউস, যাহ্হাক প্রমুখ বিদ্বানমণ্ডলীর অভিমত।"

ইমাম রাযীর দ্বিতীয় উক্তিটি হইতেছে, উক্ত আয়তে বাধ্যতামূলক অবশ্য পরিশোধ্য যাকাত ও ওশর ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাতের কথা বলা হইয়াছে। আর তৃতীয় উক্তিটি হইতেছে, ওশর ও যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে এই আয়ত মুতাবিক আল্লাহ তা'আলার বিধান এই ছিল যে, উৎপন্ন ফসল লইবার সময় বাগান বা ক্ষেতখামারে যে সকল যাচ্ঞাকারী গরীব-মিস্কীন উপস্থিত হয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাদিগকে কিছু দান খয়রাত করিতে হইবে। অতঃপর যখন ওশর বা অর্ধ ওশর প্রদান করার বাধ্যতামুলক নির্দেশ দেওয়া হইল তখন যদৃচ্ছভাবে প্রদান যথেষ্ট বিবেচিত না হইয়া বরং নেসাব পরিমাণ ফসলের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় বলিয়া স্থির করা হইল। এই ত্রিবিধ উক্তির মধ্যে প্রথমোক্তিটির অধিক বিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া পরিশেষে ইমাম রাযী বলিয়াছেন :

والاصح هو القول الاول والدليل عليه ان قوله تعالى واتوا حقه انما يحسن ذكره لوكان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الاية...فوجب ان يكون المراد بهذا الحق حق الزكاة •

"সঠিকতম উক্তি হইতেছে প্রথম উক্তিটি। ইহার প্রমাণ এই যে, উল্লেখিত আয়তটি নাযিল হওয়ার পূর্বে সেই দেয় 'হক' যদি জানা থাকিত তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইত যে, সেই দেয় 'হক' যাকাত ব্যতীত অন্যান্য দান খয়রাত•••• সুতরাং এই 'হক' দ্বারা 'যাকাতের হক' তাৎপর্য্য গ্রহণ করা ওয়াজিব বলিয়া সাব্যস্ত হইল।"—তফসীরে কবীর।

হাফিয ইবনে কাসীর তদীয় তফসীর গ্রন্থে 'উক্ত আয়ত দ্বারা ওশর সাব্যস্ত হয়' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আবুশ্ শা'ছা, কাতাদা, ইবনে জুরাইয, যায়দ ইব্‌ন আসলাম প্রভৃতি তাবেয়ী বিদ্বান মণ্ডলীর প্রমুখ উক্ত আয়তের তফসীরে ওশরের ফরযীয়ত সম্বলিত রেওয়ায়ত উধৃত করিয়া বলিয়াছেন :

وكان هذه فى السنة الثانية من الهجرة •

"ওশর ফরয হওয়ার এই ব্যাপারটি হিজরী দ্বিতীয় সালে ঘটিয়াছে।"—তফসীরে ইবনে কাসীর : (২) ১৮২ পৃষ্ঠা।

ইমাম বয়হাকী উক্ত আয়ত হইতে ওশর ফরয হওয়ার প্রমাণ সম্বলিত এই অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :

باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون فى زرعه العشر او نصف العشر •

"মুসলমানের খেরাজী (খাজনা দিতে হয় এমন) জমির উৎপন্ন দ্রব্যে ওশর অথবা অর্ধ ওশর বাধ্যতামূলক হওয়ার অধ্যায়।"—সুনানুল কুব্‌রা : (৪) ১৩১ পৃষ্ঠা।

ওশর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ হাদীস সমূহ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

عن ابن عمر (رضى) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر •

"হযরত ইবনে ওমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন, বৃষ্টির পানিতে অথবা নদীর জোয়ারে কিম্বা প্রকৃতিগত ভাবে রসাল থাকার কারণে যে সকল জমিতে ফসল উৎপাদিত হয় তাহাতে ওশর বর্তিবে। আর পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে যে জমির ফসল উৎপাদিত হয় তাহাতে অর্ধ ওশর বর্তিবে।" —সহীহ বুখারী : (১) ২০১ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ (১) ২৩৩ পৃষ্ঠা, তাহাবী ৩১৫ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ রাঃ রসূলুল্লাহ সঃ র বাচনিক বর্ণনা করেন :

فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر •

"জোয়ার বা বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলে ওশর আর সিঞ্চন দ্বারা উৎপন্ন ফসলে অর্ধ ওশর বর্তিবে।"—মুসলিম শরীফ, ৩১৬ পৃষ্ঠা।

হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল রাঃ বলেন :

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر وما سقى بالدوالى نصف العشر •

"রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে ইয়ামনে প্রেরণ কালে আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমি যেন বৃষ্টির পানি ও মাটির রসে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচের সাহায্যে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশের অর্ধেক (বিশ ভাগের একভাগ) আদায় করিয়া লই।"—সুননে ইবনে মাজাহ ১৩১ পৃষ্ঠা, মুসতাদরকে হাকিম (১) ৪০১ পৃষ্ঠা।

হানাফী মযহাবের বিশিষ্ট বিদ্বান আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী وما اخرجنا لكم এর তফসীরে লিখিয়াছেন :

هذه الاية تدل على ان العشر واجب في خارج كل ارض باطلاق وعدم تقييد ارض بدون ارض •

"এই আয়ত দ্বারা কোন জমির নির্ধারণ করণ ব্যতিরেকে মোটের উপর সর্ব প্রকার জমির উৎপন্ন দ্রব্যে ওশর ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হইতেছে।"

খাজানা আদায় করা হয় এমন জমির উৎপন্ন ফসলের ওশর সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

ويجتمع هناك عشر في الزرع وخراج في الارض وذلك عند الجمهور فان الخراج وظيفة الارض والعشر زكوة الزرع لا زكوة الارض •

"ঐ ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের ওশর এবং জমির খাজনা উভয়ই একত্রে দেয় হইবে, জমহুর ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তও ইহাই। কারণ খাজনা হইতেছে জমির কর আর ওশর হইতেছে উৎপাদিত ফসলের যাকাত—ওশর জমির যাকাত নহে।"

জমির জন্য ওশর বিধিবদ্ধ হয় নাই, জমির ফসলের জন্যই ওশর আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কি পরিমাণ ফসল হইলে ওশর বা নিসফে ওশর অবশ্য দেয় হইবে তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ ওসক বা প্রায় বিশ মণ ফসল উৎপাদিত হইলেই ওশরের নেসাব পরিমাণ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং ওশর প্রদান করিতে হইবে। এই পরিমাণের কম ফসলের উপর ওশর বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু জমির খাজনার বেলায় কোন পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই। জমির পরিমাণ বেশীই হউক অথবা কমই হউক খাজনা সর্বাবস্থায়ই নির্দিষ্টহারে দিতে হইবে। সুতরাং পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, খাজনা ও ওশর এক নহে; কাজেই খাজনা দেওয়া হয় বলিয়া জমির ওশর দিতে হইবে না এমন অভিমত প্রকাশ করার কোন সঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।

উক্ত তফসীরে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার বরাত দিয়া তাবেয়ী বিদ্বান ইমাম যুহ্‌রী রহঃ-র প্রমুখাৎ নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে :

www.ahlehadeethbd.org

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر باخذ الزكوة مما زرع في الارض الخراج •

"রসূলুল্লাহ সঃ খাজনা দেওয়া হয় এমন জমির উৎপন্ন শস্যের যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন।" এই রেওয়ায়তটি মুরসাল হইলেও বয়হাকীর সুনানুল কুবরায় সহীহ সনদের সহিত ইব্নুল মুবারকের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্নুল মুবারক বলেন, ইউনুস বলিয়াছেন :

سالت الزهري عن زكوة الارض عليها الجزية فقال لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الارض ويستكرونها ويؤدون الزكوة مما خرج منها •

"আমি ইমাম যুহরীকে খাজনা দেওয়া জমির উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র মুবারক যমানায় ও তৎপরবর্তীকালে সর্বদাই মুসলমানগণ কৃষিকার্য্য করিতেন (উহার মধ্যে কোন কোন সময়) একজন অপরকে বাৎসরিক খাজনা ধার্য্য করতঃ জমি কেরায়া দিতেন এবং (কেরায়া গ্রহণকারী) উৎপন্ন ফসলের যাকাত (অর্থাৎ ওশর বা নিছ্ফে ওশর) আদায় করিতেন।"—সুনানুল কুব্রা বয়হাকী (৪) ১৩১ পৃষ্ঠা।

এতদ্বারা ইমাম যুহরী (রহঃ) প্রমাণিত করিয়াছেন যে, খাজনা-দেওয়া জমির ফসলের উশরও দিতে হইবে।

ইমাম আবূ ওবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম (১৫৪—২২৪ হিঃ) কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে বলিয়াছেন :

ولا نعلم احدا من الصحابة قال لا يجتمع عليه العشر والخراج ولا نعلمه من التابعين •

"আমরা এমন কোনও সাহাবীকে জানি না যে তিনি বলিয়াছেন—ওশর ও খাজনা উভয়ই একত্রে দিতে হইবে না, আর এমন কোন তাবেয়ীকেও আমরা জানি না।"

উক্ত গ্রন্থে হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীযের প্রমুখাৎ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে :

الخراج على الارض والعشر على الحب

"খাজনা জমির উপরে আর ওশর উৎপন্ন ফসলের উপরে।"—দেখুন, কিতাবুল আমওয়াল ৮৯—৯০ পৃষ্ঠা।

হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীযের বর্ণিত উক্ত হাদীসটি ইমাম বয়হাকী সহীহ সনদের সহিত তদীয় সুনানুল কোবরাতেও উল্লেখ করিয়াছেন।

"জরীদায়ে ইমারত" নামক পত্রিকায় আল্লামা ফকীহ ইবনুল আবেদীন হইতে ওশর ফরয হওয়ার প্রমাণ এই ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে :

انهم صرحوا بان فريضة العشر ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول وبانه زكوة الثمار والزروع وبانه يجب في الارض الخراجية •

"ফকীহ বিদ্বানগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দ্বারা ওশর যে ফরয তাহা সঠিকভাবে প্রমাণিত। আর ওশর যে ফল ও উৎপন্ন ফসলের যাকাত এবং উহা যে খাজনা দেওয়া জমির ফসলের উপরও ওয়াজিব একথাও তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন।"—জরীদায়ে ইমারত ২৭ পৃষ্ঠা।

সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইল যে, যে-সব জমির খাজনা দেওয়া হয় উহার ফসল নেসাব পরিমাণ হইলে অবশ্যই ওশর অথবা অর্ধ ওশর দিতে হইবে।

—আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

ইকবালের কবিতা

(৫১৮-এর পাতার পর)

টানা হ্যাচড়া নাইক তব চাওয়া ও পাওয়ার কাজে,
এমন ব্যথার দাগ, তাপও দুঃখ নাইক তোমার মাঝে।
এই কারণেই পালিয়ে এলাম ছে'ড়ে সে অমর ধামে।
কেন না তথা কান্নাকাটি নাই নিশি-মধ্যযামে।

ইকবাল তাঁহার "যরবে কলীমে" আল্লাহর শিকায়েত এবং শুক্‌রিয়া একই সঙ্গে করিয়াছেন—

میں بندۂ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا
رکھتا ہوں نہاں خانۂ لاہوت سے پیوند
اک ولولۂ تازہ دیا میں نے جہان کو
لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند
تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزان میں
مرغان سحر خوان مری صحبت میں ہیں خورسند
لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے
جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند

আমি নাদান বান্দা তবে কর্‌ছি তোমার শুক্‌রিয়া,
গুপ্ত তব ঐশী জগত সূত্রে বাঁধা মোর হিয়া।
প্রেরণা এক নতুন আমি দান করেছি জগতটায়,
লাহোর হতে বুখারা ও সমরকন্দের মৃত্তিকায়।
আমার দিলের দমেই আজি গ্রীষ্ম ঋতু প্রাক্কালে
ভোরের পাখী আমার সাথে বাস করিছে খোশ হালে।
কিন্তু প্রভো! জন্ম আমায় দিলে এমন এক দেশে,
যে দেশের লোক গোলামীতেই থাকতে রাজী ভালবেসে।

কবি আল্লার সহিত সওয়াল জওয়াবের একটা সর্বোত্তম উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। তিনি আসমান সমূহ পরিভ্রমণ করার পর জান্নাতুল ফিরদাউস অতিক্রম করিয়া আল্লার হুযূরে উপস্থিত হইয়া মাটীর মানুষের দুরবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন—

عشق جان را لذت دیدار داد
بازبانم جرأت گفتار داد
اے دو عالم از تو با نور ونظر
اندکے آن خاکدانے را نگر
بندۂ آزاد را ناسازگار
بردمد از سنبل او نیش خار
از ملوکیت جہان تو خراب
تیرہ شد در آستین آفتاب
دانش افرنگیان غارتگری
دیرہا خیبر شد از بے حیدری
آنکہ گوید لا الہ بیچارہ ایست
فکرش از بے مرکزی آوارہ ایست
چار مرگ اندر پئے این دیر میر
سود خوار و والی و ملا و پیر
این چنین عالم کجا شایان تست
آب وگل داغے کہ بر دامان تست

প্রেম যে দিল প্রাণের মাঝে মুলাকাতের সুখ,
দিল আমায় কথা বলার দুঃসাহসী মুখ।
দুই জাহানের দৃষ্টি জ্যোতিঃ তুমি গুণধর,
বারেক তুমি দৃষ্টি ফেল ঐ যমীনের পর।
আযাদ মানব তবে যমীন নয়কো অনুকূল,
তার সম্বল পুষ্পে গজায় কেবল কাঁটার হুল।
তব জাহান করল বিরাণ রাজতন্ত্রের হাত,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূর্য্যকিরণ নীচে তবুও নামলো আঁধার রাত।
কিরিঙ্গীদের জ্ঞানগরীমা কেবল গারতগরী,
খয়বরে আজ মঠের সারি নাইক ব'লে হায়দরী।
লা-ইলাহা যে জন বলে, হয় আজি সে সবহারা,
কেন্দ্র বিনা চিন্তা তার বিচ্ছিন্ন ও খাপছাড়া।
চারটি মৃত্যু আধমরা এ মানব তবে স্থির,
সুদখোর ও দেশ শাসক এবং মুল্লা পীর।
এই প্রকার দুনিয়া কি আর তোমায় শোভা পায়।
ইহার পানি কাদার দাগ, তোমার আঁচলটায়?

এই অভিযোগের পর আল্লার পক্ষ হইতে যে উত্তর আসে তাহাতে পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া মানুষকে নিজেই নিজের দুনিয়া সৃষ্টি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে উত্তর এই—

کلک حق از نقش هاے خوب وزشت
هرچه ما را سازگار آمد نوشت
چیست بودن دانی اے مرد نجیب
از جمال ذات حق بردن نصیب
آفریدن جستجوے دلبرے
وانمودن خویش را بر دیگرے
این همه هنگامه هاے هست وبود
بے جمال ما نیاید در وجود
زندگي هم فانی وهم باقی است
این همه خلاقی ومشتاقی است
زندهٔ؟ مشتاق شو خلاق شو
همچو ما گیرندهٔ آفاق شو
درشکن آن را که ناید سازگار
از ضمیر خود دگر عالم بیار
بندهٔ آزاد را آید گران
زیستن اندر جهان دیگران
هرکه اورا قوت تخلیق نیست
پیش ما جز کافر وزندیق نیست

হকের কলম ভালমন্দ সব নকশা আঁকে,
আমার যাহা মনের মত তাহাই তো সে লিখে।
ওগো সুবোধ! জানকি হেথায় থাকার কি কারণ?
খুদার জ্যোতি হ'তে কিছু করতে হবে ভাগ গ্রহণ।
সৃষ্টি করা, তল্লাশ করা মনের মানুষ জনে,
প্রকাশ করা নিজেকে লোক-চক্ষু-দরশনে।
আসা যাওয়ার হাঙ্গামা যে, দেখতে পাওয়া যায়,
আমার জ্যোতি ছাড়া ইহার অস্তিত্ব নাই।
অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয়, মানব জীবন হয়,
ইহা কেবল সৃষ্টিতে আর আকাঙ্খাতে হয়।
যিন্দা তুমি? হও আকাঙ্খী আর সৃষ্টিকারী,
আমার মত সারা জগত হওগো! ধারনকারী!
এই জগতকে তুমি যদি পছন্দ না কর,
ভেঙ্গে ফে'লে নতুন করে জগত একটা গড়।
আযাদ বান্দা তরে ইহা অতি কলঙ্কময়,
পরের ধরায় যিন্দা থাকা তার তরে কি সয়।
সৃষ্টি করার শক্তি যাদের মধ্যে নাহি রয়,
তারা আমার কাছে, কাফির নাস্তিক বৈ নয়।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

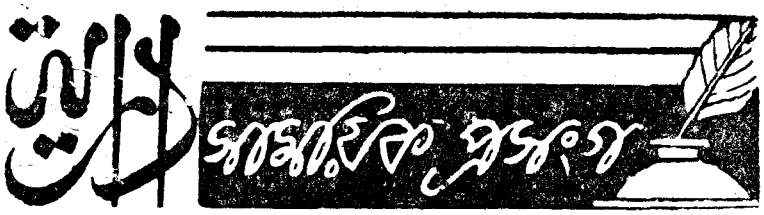

ভারতে মুসলিম-নিধন-যজ্ঞ

পাকিস্তান আন্দোলনকালে কায়েদে আ'যম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ অন্যান্য এলাকার সহিত সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত সমগ্র পাঞ্জাব এবং সমস্ত বাংলা ও আসাম দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতারা পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করিবার জন্য জেদ ধরে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টও বিভক্ত করার পক্ষে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন, ফলে কায়েদে আ'যম একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহাতেই রাযী হইয়া যান। কাজেই সম্পূর্ণ আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার পুরা অংশ ও কয়েকটি জেলার অংশবিশেষ এবং পূর্ব পাঞ্জাব হারাইয়া বাকী এলাকাসমূহ লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। যে নীতির উপর জেলা বণ্টন করা হয় তাহাও অন্যায়ভাবে লঙ্ঘিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ ও পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলাদ্বয় হিন্দুস্তানকে দেওয়া হয় এবং নদীয়া, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং সিলেট জেলাকে খণ্ডিত করা হয়। এই বে-ইনসাফীর কারণে ভারতের বিপুল সংখ্যক মুসলমান হিন্দুস্তানের মধ্যে এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক হিন্দু পাকিস্তানে থাকিয়া যায়। পরে এই উভয় সম্প্রদায়ের জানমাল, ধর্ম, ভাষা এবং কৃষ্টি তামদ্দুন রক্ষা করার জন্য উভয় রাষ্ট্র একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই মহান চুক্তির প্রতি কোন দিনই মর্য্যাদা ও গুরুত্ব দেন নাই। ভারত বিভাগের মাউণ্টব্যাটন অনুসৃত নীতির দৌলতে প্রায় অর্ধেক মুসলমানকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিয়া বাকী কিঞ্চিদধিক অর্ধেক লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করা হয়। যে হতভাগ্য ভারতীয় মুসলিমগণ পাকিস্তান সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, আজ তাহারা হিংস্র শত্রুর কবলে পড়িয়া ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। দেশ বিভাগ আজ বিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু ভারতে মুসলিম নিধন কার্য্য সমান গতিতে অব্যাহত আছে, সেখানে আজ পর্য্যন্ত প্রায় হাজার বার মুসলিম হত্যালীলা সংঘটিত হইয়াছে। সম্প্রতি হায়দরাবাদের আওরঙ্গাবাদে, নাগপুরে, ইলাহাবাদে এবং গত বৎসর রাঁচিতে যে ভয়াবহ মুসলিম জানমালের ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদের দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিশেষ করিয়া উর্দু সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘ, শিং সেনা প্রভৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শূন্য করা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘের পরিচালক ও নেতা মিঃ গোয়ালকার কিছুদিন পূর্বে যে সব স্থানে গুপ্তভাবে সফর করেন সেইসব স্থানেই এই হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কেবল ফাঁকা বুলি আওড়াইয়াই স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে চান। ইহার প্রতিকারের কোনই আগ্রহ ও সদিচ্ছা তাহাদের নাই। সম্প্রতি ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী মিঃ চ্যাবন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ সব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করিবে না। ইহাতেই ভারতের আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়াছে। আমরা আমাদের গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা কি ইহার জন্য আল্লাহর দরবারে দায়ী হইবেন না? তাঁহাদের কি কোনই দায়িত্ব নাই? তাঁহারা কি পাঁচ কোটি মযলূম মুসলিমকে তিলে তিলে ধ্বংস হইতে দেখিয়া কেবল মৌখিক আফসোস করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিলিস্তীনের বর্তমান অবস্থা

আজ আমেরিকার সাহায্য পুষ্ট ইয়াহুদীবাদ সমগ্র মুসলিম জাহানকে বিচলিত এবং আরব জগতকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি উহার অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইসরাইল জর্দান সীমান্তে ৭০ লক্ষাধিক সৈন্য মোতায়েন করিয়া যে কোন মুহূর্তে উহাকে গ্রাস করিয়া লইবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে। এবার মিসরী ও জর্দান বাহিনী দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করিয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া সায়েকা (বজ্র) এবং আসিফা (ঝঞ্ঝা) প্রভৃতি গোপন সংস্থাগুলিও ইসরাইল অধিকৃত ইলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে প্রাণপণে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু বায়তুল মাকদসের পুনরুদ্ধার ও ফেলিস্তীনে আরব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম আরব রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের ইসলামী আকীদা ও আচরণকে দুরস্ত করিয়া সংঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য তাহাদিগকে আগ্রহশীল হইতে হইবে। আল্লাহ যেন আরব জাহানকে ইহার তাওফিক প্রদান করেন।

সাধু সাবধান

ইসলামের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হইতেছে খালেস তওহীদ। ইসলামের বুনিয়াদ এই তওহীদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক মুসলমানকে কলেমায় তওহীদের মাধ্যমে এই সাক্ষ্য দিতে হয় যে, আল্লাহ একমাত্র উপাস্য, তিনি এক ও একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ শির্ককে জঘন্যতম পাপরূপে অভিহিত করিয়া উহা হইতে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, উহার অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও বহু সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় এই যে, তওহীদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং শির্ক বিষয়ে কড়া হুশিয়ারী সত্ত্বেও অমুসলিম মুশরিক জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অনেক মুসলমান বিভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে। আলেম নামধারী কোন কোন লোকও নিজেরা বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং অপরকেও বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইহারাই উলামায়ে সূ' নামে অভিহিত হইয়াছে। পাক ভারতে অতীতে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল এবং আজও আছে। ইহারা খালেস তওহীদের সহিত নানা প্রকার কুফরী আকীদা ও আমলকে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা রসূলুল্লাহ (দঃ) কে মানব মনে করেনা, তাঁহাকে আলেমুল গায়েব বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহার মৃত্যুকে প্রকৃত মৃত্যু বলিয়া স্বীকার করেনা। ইহা ছাড়া কবরপরস্তী ইত্যাদি নানাবিধ কুকার্যে লোকদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকে, রসূলুল্লাহ সঃ কে হাযের নাযের জ্ঞান করিয়া থাকে এবং বালা মুসীবতের সময় বড়পীর হযরত আবদুল কাদীর রহঃ প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করে।

এই শ্রেণীর আলেমের পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না, কবর পূজারীও তেমন রেওয়াজ ছিল না কিন্তু এখানে আগত এক শ্রেণীর মুবাল্লিগগণের কল্যাণে বহু কবর ও দরগাহ—পূজারীদের নযর নিয়াযে সরগরম ও শাস শওকত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদেরই আহ্বানে আলেম নামধারী কিছু সংখ্যক হাদীয়ে যমানের' সম্প্রতি ঢাকায় আগমন ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ইহাদের আনাগোনা, ওয়ায-নসীহত এবং প্রচারণা সম্পর্কে খালেস তওহীদপন্থী মুসলমানদিগকে সতর্ক থাকার জন্য আমার আহ্বান জানাইতেছি। ইসলামের সুরক্ষিত দুর্গ বাহিরের আক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতেও উহাকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জন্য অতীতে অনেক ফিৎনার উদ্ভব ঘটিয়াছে। বর্তমানেও উক্ত ফিৎনা বহু আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতিটি ফিৎনার অপসারণে তওহীদপন্থী আলেমদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। নূতন ফিৎনা যাহাতে এখানে অঙ্কুরিত হইতে না পারে তজ্জন্যও মিলিত প্রচেষ্টা একান্তভাবে কাম্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা রংপুর

মার্চ মাস

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ রহিম বখশ সরদার সাং মণ্ডলপাড়া পোঃ শাঘাটা বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৮৪'০৮ ২। মোহাঃ আযিযুর রহমান সাং বাজিত নগর পোঃ জুমার বাড়ী কুরবানী ৫৲ ৩। শাহ রফিক উদ্দীন আহমদ সাং চিনির পটল পোঃ শাঘাটা কুরবানী ৫৲ ৪। মোহাঃ করিম বখশ প্রধান সাং চন্দনপাট পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৭৲ ৫। আবদুল জব্বার মিঞা চ্যায়ারম্যান আহলে হাদীস বড় মসজিদ হারাগাছ কুরবানী ৫০৲ ৬। মুন্সী মোহাঃ হাসান সাং গিরাই পোঃ সেকডাঙ্গা কুরবানী ১০৲ ৭। মোহাঃ নাজল হোসেন মণ্ডল সাং রামদেব পোঃ বামনডাঙ্গা কুরবানী ১৯'৫০ ৮। মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ মণ্ডল সাং বাজিতপুর পোঃ চান্দপাড়া কুরবানী ২০৲ ৯। মোহাঃ নজরুল ইসলাম সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা কুরবানী ১৪৲ ১০। মোহাঃ বদরুল হোসেন মণ্ডল সেক্রেটারী শ্যামপুর উত্তর পাড়া মসজিদ পোঃ ভরতখালী কুরবানী ১৪৲।

যিলা দিনাজপুর

দফতরে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ কেরাম তুল্লাহ পার্বতীপুর বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় যাকাত ১২৲ ফিৎরা ৩৯৲ এককালীন ১২৲।

যিলা ফরিদপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ তাহির উদ্দীন মল্লিক সাং মৈশালা পোঃ পাংশা ফিৎরা ৩৲ ২। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর কুরবানী ৯'২৫ ৩। আলহাজ মওলানা আবদুর রাজ্জাক সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৫০৲ কুরবানী ৭৲।

যিলা ঢাকা

এপ্রিল মাস

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। হাজী মোহাঃ ফযলুর রহমান নাজিরা বাজার কুরবানী ৩১৲ ২। মৌঃ মোহাঃ নূরুল হক সাং তামার জুড়ি পোঃ গাছা এককালীন ২০৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম বি, এ, নারায়নগঞ্জ বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে আদায় কুরবানী ১৯৪৲ ৪। আলহাজ সেঠ আবদুল কাদের নারায়ণগঞ্জ কুরবানী ২১৲ ধকে ঐ কুরবানী ১৭'৫০ ৫। আলহাজ মোহাঃ ফযলেরব ৮৩ নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ৭৲ ৬। মোহাঃ ইসমাঈল মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস কুরবানী ৭৲ ৭। মোহাঃ সুলতান ৭১ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৫৲ ৮। গোলাম [illegible] গোপীবাগ কুরবানী ১০'৫০ ৯। মোহাঃ [illegible] উদ্দীন সরকার ২০৩ নং বংশাল রোড কুরবানী ১৫৲ ১০। মোহাঃ এনায়েতুল্লাহ ২১ নং নাজিরা বাজার লেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরবানী ৫'৫০ ১১। হাকিম মোহাঃ ইব্রাহীম একম। ২৪ মোহাম্মদপুর কুরবানী ১০'৫০ ১২। এ, আর খান ১ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট রোড কুরবানী ১০'৫০ ১৩। মোঃ মোহাঃ উসমান গণী হাতীপুল রোড কুরবানী ৫'৫০ ১৪। মোহাঃ ইব্রাহিম, ২৫। এম জোড়পুল কুরবানী ১০'৫০ ১৫। মোহাঃ আবদুল আযিয কুরবানী ১০'৫০ ১৬। মোহাঃ রমযান মিঞা ৮৩ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০'৫০ ১৭। এম, আই মাপারা ১৫৫/১৫৬ নং নবাবপুর কুরবানী ৩১'৫০ ১৮। আবদুল হাই মিঞা ৬১ নং সিককাটুলী কুরবানী ১০'৫০ দফে কুরবানী ১০'৫০ ১৯। মোঃ মোহাঃ জামিল আখতার ৬৮২ নং পুরানা পল্টন কুরবানী ৩১'৫০ ২০। মোহাঃ নওয়াব চান্দ মিঞা ৭২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০'৫০ ২১। মোহাঃ আবদুল আযিয ম্যালেরিয়া ইন্সটিটিউট কুরবানী ১০'৫০ ২২। আবদুল করিম ৫১ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০'৫০ ২৩। এ, ফিউ, আলম উদ্দীন ৩/২০ নং কায়েদে আজম রোড কুরবানী ১০'৫০ ২৪। মোহাঃ হাবীবুর রহমান মিঞা ১১৭৪ লুৎফর রহমান লেন কুরবানী ২৩'০০ ২৫। মওলানা শাইখ আবদুর রহিম ঢাকা ইউনিভারসিটি কুরবানী ১৬'৫০ ২৬। হাজী মোহাঃ সফির উদ্দীন ১১ নং হাজী আবদুর রসিদ লেন (মালীবাগ) কুরবানী ১... ২৭। জনাব মোহাঃ শামছুল হুদা আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল কুরবানী ৪১, ২৮। আবদুল লতিফ ৮৯ নং কাজি আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ১০'৫০ ২৯। মোঃ মোহাঃ ফজলুর রহমান ২৫। ১ কড়িয়াটুলি কুরবানী ২০'৫০ ৩০। মোহাঃ মুজিবুর রহমান ৩ নং সিদ্ধেশ্বরী রোড কুরবানী ১০'৫০ ৩১। আবদুল আলীম ২১ নং হাজী আঃ রসিদ লেন কুরবানী ..'৫০ ৩২। মোহাঃ শুবা মিঞা ৩৭ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২০'৫০ ৩৩। আবদুল আজিজ ৭৭ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০'৫০ ৩৪। হাজী মোহাঃ মিঞা চান্দ বেপারী কুরবানী ২১'০০ ৩৫। হাজী মোহঃ ইসমাঈল সাদা ২৯/২ লুৎফুর রহমান লেন, কুরবানী ১৫, ৩৬। আবদুস সামাদ ৭৫/১ নাজিরা বাজার কুরবানী ২'৫০ ৩৭। মোহাঃ লাল মিঞা ৭৮ নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ৫'... ৩৮। স্ট্রি এ আর, খান ১ নং স্ট্রীট রোড কুরবানী ৬, ৩৯। শেখ কাদির মনছুর ১৭ নং আর এন, দাস রোড সুত্রাপুর কুরবানী ২০'৫০। ৪০। আলহাজ মোহাঃ নুর হুসাইন সহকারী সেক্রেটারী মাদরাসাতুল হাদীস ঢাকা কুরবানী ৩৭, ৪১। আলহাজ মোঃ মোহাঃ আকীল ৫নং শান্তিনগর কুরবানী ১০'৫০ ৪২। ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান সিভিল সার্জন ১১৯ নং আজিমপুর রোড কুরবানী ২০'৫০ ৪৩। মোঃ মোহাঃ আহসানউল্লাহ সেন্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি কুরবানী ৫'৫০ ৪৪। আলহাজ মোহাঃ মুনির উদ্দীন ১১ নং হাজী আঃ রসিদ লেন কুরবানী ২১, ৪৫। মোহাঃ এসহাক ৮ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ৫, ৪৬। মোঃ মোহাঃ হাবিবুর রহমান ৪নং স্ট্রীট সারকুলার রোড কুরবানী ১৪, ৪৭। মোহাঃ জামির হোসেন ও মোহাঃ হাবিবুর রহমান কমলাপুর কুরবানী ১০'৫০ ৪৮। মিঃ এ, টী, সাদী এ্যাডভোকেট ১৮ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট কুরবানী ১০'৫০ ৪৯। আবদুল মালেক অ্যাজিজ মটরস ওয়াইজ ঘাট কুরবানী ১০'৫০ ৫০। মোহাঃ হেদায়েতুল ইসলাম ১২ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ১০, ৫১। ওসমান গণি কোং ৬ নং লুৎফর রহমান লেন কুরবানী ১০'৫০ ৫২। মোঃ মোহাঃ ফযলুর রহমান ৬০। ২ কালাবাগান কুরবানী ১০'৫০ ৫৩। মোঃ জমিরউদ্দীন আহমদ ডাঃ সাহেবের বাড়ী ১৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন কুরবানী ২০'৫০ ৫৪। মোহাঃ ফারুক সওদাগর বংশাল রোড কুরবানী ১০'৫০ ৫৫। মোহাঃ মুজাম্মেল হক বেপারী ৬০ নং সিক্কাটুলী কুরবানী ৯, ৫৬। আলহাজ মোঃ মোহাঃ মুখলেছুর রহমান ৫৪ নং বংশাল রোড কুরবানী ১৮, দফে ৫, ৫৭। মোহাঃ মনিরউদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বেপারী কুরবানী ৯৲ ৫৮। মোহাঃ মহসেন আলী মিঞা সিক টুলী কুরবানী ৯৲ ৫৯। মোহাঃ চান্দ মিঞা ৪৩ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২০৲ ৬০। মোহাঃ নূরুল ইসলাম ৪৬ নং নাজীরা বাজার কুরবানী ১০৲ ৬১। মোহাঃ আবদুল কাদের বেপারী ৩৪ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১৯৲ ৬২। মোঃ সৈয়দ আহমদ c/o করিম মিঞা ৩৩ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০৲ ৬৩। মেসার্স রউফ ব্রাদার্স ১৫১ নং ধানমণ্ডি রোড নং ১৩/২ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া কুরবানী ১০৲ ৬৪। মোঃ মোহাঃ মহিবুর রহমান ৯০ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ১০৲ ৬৫। আলহাজ্জ মোঃ মোহাঃ আবদুল মান্নান সরদার ঢাকা হোটেল কুরবানী ১৯৲ ৬৬। মোঃ মোহাঃ নূরুদ্দীন ২৬/১ নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১০৲ ৬৭। মোহাঃ আলীমুল্লাহ ৬১ নং সিককাটুলী কুরবানী ৩০৲ ৬৮। আবদুল খালেক মুতাওয়াল্লী ২৫ নং হাজী আঃ রশিদ লেন কুরবানী ১৮৲ ৬৯। মোহাঃ মুজাম্মেল হক ৩৫/বি ফুলবাড়ীয়া রোড কুরবানী ১০’৫০ ৭০। আবদুল আজিজ মালীবাগ কুরবানী ৬৲ ৭১। ডাঃ মোহাঃ হেলালউদ্দীন মরহুমের তরফ হইতে ১০১ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০’৫০ ৭২। মোঃ মোহাঃ আখতার চেয়ারম্যান পুরানা পল্টন কুরবানী ১০’৫০ ৭৩। আলহাজ মোহাঃ হেলালউদ্দীন নাজিরা বাজার কুরবানী ৪২’৫০ ৭৪। আবদুল্লাহ কণ্ট্রাকটর ৯৬ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ৭৫। মোঃ মোহাঃ সলিম ৪২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ৭৬। মোহাঃ আলাউদ্দীন বেপারী ১০২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০’৫০ ৭৭। এম, আহমদ ২০/৪ নাজিরা বাজার কুরবানী ১০’৫০ ৭৮। আবদুর রশিদ কণ্ট্রাকটর নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ৭৯। মোহাঃ রহমতুল্লাহ মিয়া ৭৯ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ৩০৲ ৮০। মোঃ আবদুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী জমঈয়তে আহলে হাদীস কুরবানী ১০’৫০ ৮১। মোঃ মোহাঃ হাবিবুল্লাহ ২৭/বি, ঢাকা ইউনিভার্সিটী কোয়ার্টার কুরবানী ২১৲ ৮২। মরহুম মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন ৯৮ নাজিরা বাজার কুরবানী ২৭৲ ৮৩। মোহাঃ শাহাবউদ্দীন নাজিরা বাজার মিষ্টির দোকান কুরবানী ২১৲ ৮৪। মোহাঃ শমশেরউদ্দীন ৩৭ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০’৫০ ৮৫। আবদুর রউফ মিঞা ৫/১ আগাসাদেক রোড কুরবানী ১০’৫০ ৮৬। মওঃ নাছির আহমদ রহমানী ৪৯ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০’৫০ ৮৭। মোহাঃ নঈম মিঞা ৫৩ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০’৫০ ৮৮। হাজী মোহাঃ আওলাদ হোসেন ২০ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ৫’৫০ ৮৯। মোহাঃ রহমতুল্লাহ ১০২ নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১১৲ ৯০। আবদুল আজিজ ২ নং নয়া পল্টন কুরবানী ৩১৲ ৯১। মোহাঃ আমসু মিঞা ৮২ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২৬’৫০ ৯২। মোঃ মোহাঃ আলাউদ্দীন ৬৩ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ২১৲ ৯৩। মোহাঃ আশরাফউদ্দীন ১৯ নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ২১৲ ৯৪। মোহাঃ বশিরউদ্দীন ১৯ নং নাজিরা বাজার লেন কুরবানী ১০’৫০ ৯৫। মোহাঃ আবদুর রহিম মিঞা ৮৯ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড কুরবানী ১০’৫০ ৯৬। মিসেস মোঃ আবদুল্লাহ মরহুম ১১৯ নং সেগুন বাগিচা কুরবানী ২০’৫০ ৯৭। ডাঃ আবদুর রউফ মারফত মৌলবী আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লি সুরীটোলা কুরবানী ১০’৫০ ৯৮। মোহাঃ হীরা মিঞা ৭৫ নং নাজিরা বাজার কুরবানী ১০’৫০ ৯৯। শাইখ মোহাঃ আবদুল জলিল সেণ্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি মাকাত ২৫৲ ১০০। মোহাঃ কমর উদ্দীন মাতব্বর ও মোহাঃ হাসেম আলী বেপারী ত্রিমোহিনী পোঃ রূপগঞ্জ কুরবানী ১৮৲ ১০১। হাজী মোহাঃ এলাহী বখশ সাং চৌরা পোঃ আমদিয়া কুরবানী ১০৲ ১০২। মোঃ আবদুল কাদের মারফত মোঃ আবদুস সোবহান সাং [illegible] পোঃ গুলশান যাকাত ৫৲ ১০৩। জনাব আবদুর রহমান হাজী মোহাঃ ইয়াকুব ও মোহাঃ হাফিজ উদ্দীন

Contents

মাঁতব্বর সাং গৌর নগর পোঃ রূপগঞ্জ কুরবানী ৫, ১০৪। মোহাঃ আকবর আলী মাঁতব্বর ঠিকানা ঐ কুরবানী ২, ১০৫। হাজী আবদুল হাফিজ ঠিকানা ঐ কুরবানী ২, ১০৬। মাষ্টার মোহাঃ চাঁদ মিঞা ও মোহাঃ হাশেম আলী মাতব্বর সাং দাসের কান্দি পোঃ ঐ কুরবানী ... ১০৭। হাজী মোহাঃ ইমাজ উদ্দিন সাং ও পোঃ ধর্মিবাজার যাকাত ১০, ১০৮। আলহাজ কাযী আবদুস সোবহান সাং ধারাল লেট পোঃ কেণ্টনমেণ্ট কুরবানী ১০, ১০৯। ইকুরিয়া ... পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আবদুস সালাম পোঃ ধামরাই কুরবানী ২৬, ১১০। ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামাত হইতে মারফত মাজহারুল ইসলাম পোঃ ধামরাই ফিৎরা ৩০, নিজ যাকাত বাবত ২০, ১১১। মওলানা মোহাঃ আতাউল্লাহ সাং কুরেরপাড় পোঃ মেহের পাড়া কুরবানী ৫,।

যিলা ময়মনসিংহ

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ হাবীবউদ্দীন ২য় শিক্ষক ২৫ নং দোড়াবাড়িয়া স্কুল পোঃ ফুলবাড়িয়া কুরবানী ১০, ২। মোহাঃ বছিরউদ্দীন মুন্সী সাং গয়েশপুর পোঃ ফুলা মুক্তাগাছা কুরবানী ৭, ৩। মোঃ আবদুল কুদ্দুস সাং বড় বেলতা পোঃ পোড়াবাড়ী টাঙ্গাইল কুরবানী ৬, ৪। মোহাঃ সারেজ আলী সরকার সাং কুতুবখাড়ী পোঃ ভাকুরাখালী কুরবানী ১৮, ৫। মোহাঃ শামসউদ্দীন মিঞা সাং থাটরা পোঃ কাউলজানি কুরবানী ৫, ৬। বলা জামাত হইতে মারফত মোঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান ১৩৭৪ সালের ফিৎরা ৪২৪, কুরবানী ২৫, ৭। মোহাঃ হায়াতুল্লাহ সরকার সাং দাখেলপুর পোঃ ভাকুরাখালী কুরবানী ৩,

আদায় মারফত মোঃ আবদুর রশিদ ও মোঃ মোহাঃ নুরুযযামান সাহেবান কাউন্সিল সদস্য পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

৮। মোহাঃ কাসেমউদ্দীন সরকার সাং বোয়াইল পোঃ ... যাকাত ৩০, ৯। মোহাঃ আবু মুছা সাং হাতীছাটী পোঃ কালোহা এককালীন ৫০, ১০। মোহাঃ রিয়াযউদ্দীন সরকার সাং বোয়াইল পোঃ কালোহা যাকাত ২৫, ১১। হাতীছাটী জামাত হইতে মারফত মুন্সী মোহাঃ জমর আলী পোঃ কালোহা ফিৎরা ২৫, ১২। মোহাঃ কাসেমউদ্দীন সরকার সাং বোয়াইল পোঃ কালোহা কুরবানী ৫, ১৩। মোঃ নূরমোহাম্মদ সাং হাতিছাটী পোঃ কালোহা ফিৎরা ৫, কুরবানী ২, ১৪। মোহাঃ জমশের আলী সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ২'৩৭ এককালীন ৫, ১৫। মোহাঃ আবুতাহের ... সাং গোলড়া পোঃ কালোহা যাকাত ১০, এককালীন ২৫, ১৬। মোহাঃ আনছার আলী সরকার সাং হাতিছাটী পোঃ কালোহা কুরবানী ২, ১৭। হাজী মোহাঃ ইরান আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২,

—ক্রমশঃ

৯৫৮

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আ[illegible]র রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে: হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে উমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে [illegible] রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্পরুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান: আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road,
Dacca—2, East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org